لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ মার্চ ৩০/১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৩ সন ২২/২৩শ সংখ্যা

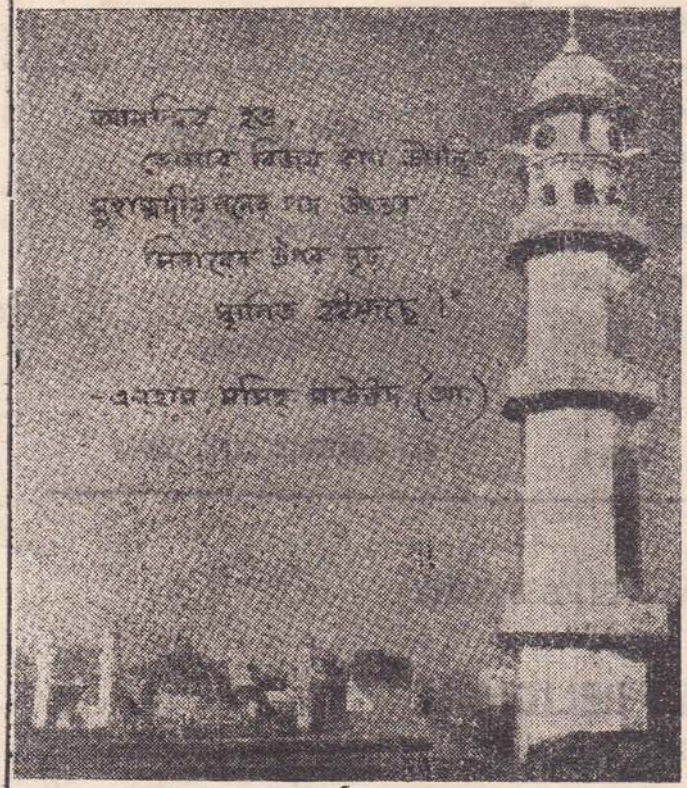

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ	..	১
২।	হাদিস ..	..	৫
৩।	দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ইরশাদ	..	৯
৪।	আমালুস্ সালেহা	..	১৯
৫।	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) আগমন উদ্দেশ্য	..	২৩
৬।	বৈজ্ঞানিক গবেষণা মতে হযরত ঈসা (আঃ) -এর কাফন	..	২৭
৭।	নাযারাতে বয়তুল্-মালের দুইটি প্রচার পত্র	..	৩৫
৮।	একটি পুরানা পত্র	..	৪০
৯।	আমেরিকার উদ্দেশ্যে পূর্বপাকিস্তানী মোবাল্লেগের যাত্রা		৫০

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৬ বর্ষ :: ৩০শে মার্চ ও ১৫ই এপ্রিল : ১৯৬৭ সন : ২২/২৩শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ বকরাহ্‌

ষড়বিংশ রুকু

২১২। (হে, মুহাম্মদ) তুমি ইসরাঈলের সন্তান গণকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত প্রকাশ্য নিদর্শন দান করিয়াছি। যে ব্যক্তি তাহার নিকট আল্লার নিয়ামত আগমন করার পর উহাকে পরিবর্তিত করিবে, (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

২১৩। পার্থিব জীবনকে কাফিরদের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে এবং (ইহার ফলে) তাহারা মুমিনদিগকে উপহাস করে

এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, কিয়ামতের দিন তাহারা উহাদের উপরে থাকিবে এবং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা, অগণিত জীবিকা দান করেন।

২১৪। প্রথমে মানবজাতি একই মণ্ডলীভুক্ত ছিল। অতঃপর তাহাদের মধ্যে নানা মতভেদ সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবিগণ প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সহিত সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেন, যেন তিনি যে সমস্ত বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে সেগুলির মীমাংসা করিয়া দেন; (কিন্তু এখন তাহারা এই কিতাব সম্বন্ধেই মতভেদ আরম্ভ করিয়াছে) এবং যাহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনমালা আগমন করার পর শুধু পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বশতঃ বিদ্রোহ পূর্বক উহাতে মতভেদ করিতেছে। এখন আল্লাহ্ নিজ আদেশে যাহারা সমাগত নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন যে সমস্ত বিষয়ে তাহারা (কাফিররা) মতভেদ করিতেছিল। এবং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১৫। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে তোমাদের পূর্ববর্তিগণের সম্মুখে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদের নিকট আগমনের পূর্বেই তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে? তাহাদিগকে কষ্ট ও অভাবে জর্জরিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে কম্পিত করা হইয়াছিল — এমন কি, রসুল এবং তাঁহার সঙ্গীয় মুমিনগণ বলিয়া উঠিয়াছিল: "আল্লার সাহায্য আর কখন আসিবে?" জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লার সাহায্য সন্নিকট।

২১৬। (হে মুহাম্মদ) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি জিনিষ ব্যয় করিবে? তুমি বল: "তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তাহা মা বাপ, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র এবং পথিককে দান করিবে এবং তোমরা যে কোন পুণ্য কাজ করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত হইবেন।

২১৭। (হে মুমিনগণ) তোমাদের প্রতি যুদ্ধকে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে,

যদিও তোমরা উহাকে পছন্দ কর না। এমনও হইতে পারে, যাহা তোমরা পছন্দ কর না উহা তোমাদের জন্য মঙ্গল জনক এবং হয় ত তোমরা কোন জিনিষকে পছন্দ কর, কিন্তু উহা তোমাদের জন্য অমঙ্গল জনক। আল্লাহ্ সমস্তই জানেন এবং তোমরা কিছুই জান না।

সপ্তবিংশ রুকু

২১৮। (হে মুহাম্মদ) লোকে তোমাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল : "ঐ সময়ে যুদ্ধ করা গুরুতর পাপ, কিন্তু খোদার পথ হইতে লোকদিগকে বিরত রাখা এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা এবং মস্‌জিদুল্ হারাম হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করা এবং উহার অধিবাসীকে বহিষ্কার করা আল্লার সমীপে অধিকতর পাপ ; এবং উপদ্রব হত্যার চেয়ে গুরুতর। এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না তোমাদিগকে ধর্ম হইতে ফিরাইয়া আনে যদি তাহারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফির অবস্থায় মরিবে তাহাদের কর্ম ইহকালে ও পরকালে নিষ্ফল হইবে এবং উহারাই দুযখের অধিবাসী তথায় তাহারা দীর্ঘ কাল থাকিবে।

২১৯। নিশ্চয়ই যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা আল্লার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লার অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখার অধিকারী। এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, বার বার দয়াকারী।

২২০। (হে মুহাম্মদ) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে প্রশ্নে করে। তুমি বল : 'উভয়টাতেই মানুষের গুরুতর অপকার এবং উপকার আছে। কিন্তু অপকারের মাত্রা উপকারের চেয়ে ঢের বেশী।' এবং লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে : (আল্লার পথ) তাহারা কি জিনিষ ব্যয় করিবে? তুমি বলিয়া দাও : 'যতটুকু তোমরা বাঁচাইতে পার।' এইভাবে আল্লাহ্ (তাঁহার) বিধান গুলি বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা করিয়া (কার্য কর)—

২২১। ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে। এবং লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে পিতৃহীন সম্বন্ধে। তুমি বল : 'তাহাদের উপকারজনক কার্য করা পুণ্য। এবং যদি তাহাদিগকে

তোমাদের পরিবারভুক্ত করিয়া লও, তবে তাহাদের সহিত (সহোদর) ভাইয়ের মত ব্যবহার করিও।' এবং আল্লাহ্ কাহার উদ্দেশ্যে অসৎ এবং কাহার উদ্দেশ্যে মহৎ তাহা জানেন। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তবে (কঠিন আইন করিয়া) নিশ্চয় তোমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

২২২। এবং তোমরা অংশীবাদিনী রমণীকে বিবাহ করিতে পার না, যে পর্যন্ত না সে (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিবে। কারণ মুমিন ক্রীতদাসী অধিকতর উত্তম (স্বাধীন) অংশীবাদিনীর চেয়ে, যদিও সে তোমাদিগকে (বিশেষভাবে) আকৃষ্ট করে। এবং তোমরা (তোমাদের কন্যাকে অংশীবাদী পুরুষের সহিত বিবাহ দিতে পার না, যে পর্যন্ত না সে (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিবে। কারণ মুমিন ক্রীতদাস অধিকতর উত্তম স্বাধীন অংশীবাদীর চেয়ে, যদিও সে তোমাদিগকে (বিশেষভাবে) মুগ্ধ করে। তাহারা তোমাদিগকে দুঃখের দিকে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তাঁহার আদেশে তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের দিকে ও ক্ষমার দিকে আহবান করিতেছেন এবং তিনি মানুষের উপকারের জন্য তাঁহার বিধানগুলি বর্ণনা করেন, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করতঃ (পালন করে)।

অনুগ্রহ পূর্বক 'আহ্‌মদী' চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন। 'আহ্‌মদীর' নূতন গ্রাহক দিন।

হাদিস

মুকার্‌রাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব
(মুরব্বী, সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া)

و عن ابى سعيد ن الخدرى عن
النبى صلى الله عليه و سلم فى قصة
المهدى قال فيجىء اليه الرجل
فيقول يا مهدى اعطنى اعطنى قال
فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان
يحمله - رواه الترمذى -

হযরত আবুসাইদ খুদরী হইতে বর্ণিত : মাহ্‌দীর বর্ণনা করিতে যাইয়া নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার (মাহ্‌দীর) নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে : 'হে মাহ্‌দী, আমাকে দান করুন, আমাকে দান করুন।' নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "তখন মাহ্‌দী তাহাকে আঁজল ভরিয়া তাহার কাপড়ে যাহা সে বহন করিতে পারিবে দান করিবেন।" ('তিরমিযী')

এই হাদিসে বর্ণিত মাহ্‌দীকে আখেরী যামাবার মাহ্‌দী বলিয়া টীকাকারকগণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে আখেরী যামানার কোন উল্লেখ নাই। এই হাদিসে শুধু এতটুকুই আছে যে, মাহ্‌দী দানশীল হইবেন। পূর্বে বর্ণিত মাহ্‌দীও হইতে পারেন বা আখেরী যামানার মাহ্‌দীও হইতে পারেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত মাহ্‌দীগণ যে দানশীল হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাদিয়ানে অবিভূত হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও দানশীল ছিলেন। কাপড়ে বহন করিতে পারে, এমন অনেক বস্তুই অনেককে তিনি দান করিয়াছেন।

و عن ام سلمة عن النبى صلى
الله عليه وسلم قال يكون اختلاف
عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل
المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس
من اهل مكة فيخرجونه و هو كاره
فيبايعونه بين الركن و المقام و
يبعث اليه بعث من الشام فيخسف
بهم بالبيداء بين مكة و المدينة فاذا
راى الناس ذالك اتاه ابدال
الشام و عصائب اهل العراق فيبايعونه
ثم ينشأ رجل من قريش اخواله
كلب فيبعث اليهم بعثا فيظهرون عليهم

و ذالك بعث كلب و يعمل فى الناس بسنة نبيهم و يلقى الاسلام بجرانه فى الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى و يصلى عليه المسلمون - رواه ابو داؤد -

হযরত উম্মে সালমা হইতে বর্ণিত : নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "কোন খলিফার মৃত্যু কালে (মুসলমানগণের) মতভেদ সৃষ্টি হইবে। তখন মদিনাবাসি এক ব্যক্তি মক্কার দিকে পলায়ন করিয়া আসিবেন। তৎপর, মক্কা-বাসিগণ তাঁহার নিকট আসিবে এবং (বায়াত করার জন্য) তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং তিনি অস্বীকার করিবেন। তথাপি জনগণ তাঁহার নিকট হজরে আসওয়াদ ও ইব্রাহীম মোসাল্লার মধ্য খানে বায়াত করিবেন। তৎপর শাম দেশ হইতে এক দল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইবে। সৈন্যদল মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে 'বায়দা' নামক স্থানে ধ্বসিয়া যাইবে। যখন জনগণ ইহা দেখিবে, তখন শাম দেশের 'আবদালগণ' এবং ইরাকের কতিপয় জমাত তাঁহার নিকট আসিবে এবং বায়াত করিবে। তৎপর কোরায়েশ হইতে এক ব্যক্তি উত্থিত হইবে। তাহার মাতুল কলব বংশীয় হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য দল প্রেরণ করিবে। তাহারা তাঁহার সৈন্যদলের উপর বিজয়ী হইবে। ইহাই কলব বংশীয় সৈন্যদল। এবং তিনি নবী করিমের (দঃ) সুন্নতানুযায়ী লোকজনের মধ্যে শাসন করিবেন এবং ইসলাম ধর্ম উহার গ্রীবা পৃথিবীতে প্রসার করিবে। তিনি সাত বৎসর কাল রাজত্ব করিবেন তৎপর তিনি ইন্তিকাল করিবেন। মুসলমান-গণ তাঁহার জানাযা পড়িবেন।"

['আবুদাউদ']

পূর্বেকার টীকাকারগণ এই হাদিসে বর্ণিত খলিফাকে ইমাম মাহ্দী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথচ এই হাদিসে ইমাম মাহ্দীর কোন কথাই নাই। প্রকৃত পক্ষে, হাদিসের সহিত ইতিহাসের ঘটনাবলির সামঞ্জস্য না করার ফলেই এই জাতীয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। হাদিস সংগ্রহ হইয়াছে দুই শত বৎসর পর। এই এই দুই শত বৎসরের মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটিয়াছে, হাদিস সংগ্রহকারিগণ তাহার কোন খোঁজই রাখেন নাই। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে আঁ-হযরত (দঃ) -এর

বহু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। যদি টীকা কারকগণ ইতিহাস ও হাদিসের মধ্য সামঞ্জস্য রাখিয়া টীকা লিখিতেন, তাহা হইলে পরবর্তী কালে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত না। ইসলামের মধ্য যুগে খুব কম লোকই হাদিস ও ইতিহাস উভয় শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। যাঁহারা ইতিহাস শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ইতিহাসে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। الكل فن رجال প্রত্যেক শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ সেই শাস্ত্রেরই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও অন্য শাস্ত্র সম্পর্কে খুবই অল্প খোঁজ রাখিয়াছেন। সেই যুগের কথা কেন, আমরা যে যুগে হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সে যুগেও অনেককে দেখিয়াছি হাদিস শাস্ত্রে তাঁহাদের অগাধ পণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সাহিত্য ও ব্যাকরণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী কালের পণ্ডিত-গণও পূর্ববর্তীগণের অনুকরণে ইতিহাসের ঘটনাবলির সহিত হাদিস বর্ণিত ভবিষ্য-দ্বাণীকে মোটেই সামঞ্জস্য দিতে রাজি হন নাই। এইভাবে আমাদের সহজ পথকে তাঁহারা কঠিন করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এই জাতীয় টীকা না লিখিতেন, তাহা হইলেও ভাল ছিল। এই ছাড়া, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সব রূপক (বা استعارات) ছিল, ঐগুলিকে তাঁহারা চরম অবহেলা করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্য-দ্বাণীতে 'রূপককে' 'আক্ষরিক' বলিয়া অর্থ ও টীকা লিখিয়া আমাদের পথকে আরও কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাদের ভ্রান্তি ক্ষমা করুন। আমিন! এখন আমরা উপরোদ্ধৃত হাদিসকে ইতিহাসের ঘটনা-বলির সহিত সামঞ্জস্য সহ পাঠক পাঠিকাদের সামনে পেশ করিতেছি।

و با لله التوفيق -

মূল হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে, 'কোন এক জন খলিফার মৃত্যুর পর মুসলমানগণের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে, তখন মদিনা হইতে এক ব্যক্তি মক্কার দিকে পলায়ন করিবেন।' হাদিসের এই কথাগুলি হযরত ইমাম মাহ্দীর প্রতি আরোপ করা যে মোটেই সম্ভবপর নহে। কারণ অপর এক হাদিসে আছে, খোলাফত উঠিয়া গেলে ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করিয়া খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ثم تكون خلافة على منهاج النبوة "তৎপর, অর্থাৎ অত্যাচারী রাজত্বের পর নবুওয়াত পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে।" ইহা দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর পূর্বে

মুসমানদের মধ্যে প্রকৃত খেলাফত থাকিবে না। নযুওয়াত পদ্ধতি ব্যতিরেকে খেলাফতের স্বীকৃতি কখনও ইসলামে দেওয়া হয় নাই। উক্ত হাদিসে 'কোন খলিফার মৃত্যুর পর' কথা দ্বারা প্রথম যুগের খলিফাগণকে বুঝায়। এখন আমরা এ ভাবের ঘটনার আবির্ভাব প্রথম যুগে হইয়াছে কিনা অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাই, হযরত আলীর (রাঃ) মৃত্যুর পর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হইলেও তিনি খেলাফত হইতে স্বেচ্ছায় সরিয়া পড়েন। যদিও হযরত মাবিয়াকে খলিফা স্বীকার করা হইয়াছিল, তবু মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত নিয়া ভীষণ মতভেদের সৃষ্টি হয়। হযরত আলীর (রাঃ) মৃত্যুর পর খেলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে যে ঝগড়ার সুত্রপাত হয়, মাবিয়ার মৃত্যু কালে উহা চরম আকার ধারণ করে। তখন প্রকৃত খলিফার জন্য মদিনার লোকদের দৃষ্টি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের প্রতি পতিত হয়। ইহা দেখিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়ের মদিনা হইতে মক্কায় যাইয়া আত্ম গোপন করিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে হেজাজবাসিগণ খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং তাঁহাকেই খলিফা মনোনয়ন করেন। তিনি সাত বৎসর কাল নবী করিম (দঃ)-এর পদ্ধতিতে খেলাফত করিয়াছিলেন। হযরত মাবিয়ার মৃত্যুর পর যখন ইয়াযিদ শাম দেশের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি ইব্‌নে যুবায়েরের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা পথি মধ্যে থাকিতেই ইয়াযিদের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া ইয়াযিদের প্রেরিত সৈন্য দল ফিরিয়া যায়। ইয়াযিদের মৃত্যুতে সৈন্য দল ফিরিয়া যাওয়াকেই আঁ-হযরত (দঃ) স্বপ্নে 'বায়দা' নামক প্রান্তরে সৈন্য-দলকে ধ্বসিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। ইহার পর, আবদুল্লাহ ইব্‌নে যুবায়েরের খেলাফত আরবে খুবই প্রবল হয়। তারপর কালক্রমে শাম দেশের রাজ গদিতে 'খলিফা' আবদুল মালেক প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্ব কালে হাজ্জায বিন্ ইউসুফের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়রের বিরুদ্ধে আর এক দল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। এই সৈন্য দলই ইব্‌নে যুবায়েরকে পরাজিত করে। বাদশাহ্ আবদুল মালেকের মাতুল বংশ কলব গোত্রীয়।

ইতিহাসের এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়, হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে

ইরশাদ

"দেশে ইস্‌লামী আইন প্রবর্তনের জন্য জরুরী, মুসলমান প্রথমে নিজের উপর ইস্‌লামী আহ্‌কাম জারি করিবে।"

"এ সময় পাকিস্তান যে অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে মুসলমানদের কর্তব্য যাবতীয় মতভেদ ভুলিয়া যাওয়া।"

—হযরত ইমাম, জমাআ'তে আহ্‌মদীয়া

আহ্‌মদীয়া জমাআ'তের বর্তমান নেতা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেব খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আল্-মুস্‌লেহুল্ মাওউদ (আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা) ১৯৪৮ সনের ১৪ই জুন কোয়টায় এক বক্তৃতায় বলেন :—

"আজকাল সাধারণতঃ লোকের মধ্যে এই চর্চা পাওয়া যায় যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে কখনও ধরে না যে, ইসলামী আইন প্রবর্তন দ্বারা তাঁহারা কি মনে করেন? যে মৌলিক প্রশ্ন প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত, তাহা এই যে ইস্‌লামী আইন তাহার নিজের জন্যও কি না? ইস্‌লামী আইন প্রত্যেক মুসলমানেরই জন্য হওয়া সত্ত্বেও জনগণ ইস্‌লামী আইন পালন করে না কেন? পাকিস্তানে এমন কোন আইন আছে কি যে, 'নামায পড়িবে না', বা পাকিস্তানে এমন কোন আইন আছে কি যাহা বলে যে ইস্‌লামী শরীয়তের অন্য কোন বিধিনিষেধ পালন করিবে না। এরূপ কোনই আইন নাই। তবু মুসলমান যদি সাচ্চা দেলে ইস্‌লামী আহ্‌কাম প্রবর্তন

পছন্দ করে, তবে তাহারা নামায পড়ে না কেন? তাহারা ইস্‌লামী বিধিনিষেধ মত চলে না কেন? বলা যাইতে পারে, পাকিস্তান এমন কোন আইন প্রনয়ণ করে নাই যাহার ফলে প্রত্যেক মুসলমানকে নামায পড়িতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হইল যদি পাকিস্তান এমন কোন আইন প্রনয়ণ করে নাই, তবে পাকিস্তানের কোন্ আইন মদ্য পান করিতে বাধ্য করে বা কোন্ কানুন বলে যে তোমরা মস্‌জিদে যাইলে ছয় মাস জেল সাজা দেওয়া হইবে? পাকিস্তানে এই প্রকার কোন আইন নাই। সুতরাং যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে সাচ্চা মুসলমান হইয়া থাকি, তবে আমরা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম রচিত আইন পালন করি না কেন? আমরা কেন এজন্য অপেক্ষা করিতেছি যে, পাকিস্তান এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন আইন পাশ করুক? পাকিস্তানের কানুন কি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের কানুন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হইবে, বা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলাহী ও সাল্লামের কানুন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইবে?

একটা রুহানী, আধ্যাত্মিক কানুন আমাদের মধ্যে মজুত আছে এবং এই কানুন পালন আমাদের ইচ্ছাধীন। যদি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের কানুন পালন পূর্বক সমগ্র মুসলমান নামায পড়িতে আরম্ভ করে এবং সব অনাবাদ মস্‌জিদগুলি আবাদ হইয়া যায়, তবে কোন্ গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ইহা হইতে রোধ করিতে পারে? কোন সন্দেহ নাই, যদি তাহারা এইরূপ করে, তবে ইস্‌লামী আইন আপনাপনি প্রবর্তিত হইবে এবং ইহার জন্য অন্য কোন কানুনের প্রয়োজনই থাকিবে না। আমি জানি এমন কোন কোন বিষয়ও আছে, যাহা গভর্ণমেণ্টর অধিকারভুক্ত, আমাদের অধিকারভুক্ত নয়। ঐ গুলি সম্বন্ধে পাকিস্তান আইন প্রণয়ন সভাই মাত্র কোন ব্যবস্থা করিতে পারে, জনসাধারণ তাহা করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই দিক হইতে ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর না হওয়ার কারণ কি? এ সম্বন্ধে আমি যতটুকু চিন্তা করিয়াছি, আমার মত এই যে উজীর ও দায়িত্বশীল নেতাগণ মনে করেন যে এই প্রকার দাবী যাঁহারা করিবেন তাঁহারা নিজেই ঠিক নহেন। যদি তাঁহারা সঞ্জিদা

হইতেন, তবে তাঁহাদের গৃহে জনগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ইস্‌লামী আইনের অংশগুলি পালন করা হয় না কেন? যখন তাঁহারা স্বয়ং পালন করেন না, তখন বুঝা গেল যে দেশে ইস্‌লামী আইন প্রবর্তন করা হইল না কেন—তাঁহাদের এই দাবীর গোড়ায় কোন মূল শক্তি নাই। যদি উজীর ও নেতাগণ বুঝিতে পারেন যে পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমান সত্যিকার মুসলমান এবং তাহারা ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কাহারো—উচ্চ কর্মচারীই হউন বা অধীনস্থ ব্যক্তি, পিতাই হউন বা পুত্র—কোন কথা মানিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, তবে পাকিস্তানের আইন প্রথম মুহূর্তে ইস্‌লামী ছাঁচে তৈরী হইবে এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই তাঁহারা আপনাকে ইস্‌লামী রঙ্গে রঙ্গীন করিবেন। যাহা হউক, রাষ্ট্র কোন জিনিষের জোরে চলে। রাষ্ট্র সৈন্য শক্তির বলে চলে। যদি প্রত্যেক সৈনিক সাচ্চা মুসলমান হয়, যদি প্রত্যেক সৈনিক ইস্‌লামের জন্য হৃদয়ে সাচ্চা গাইরত রাখে, যদি রাষ্ট্র বিশ্বাস করেন যে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হইলে সমগ্র ফৌজে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তবে কোন হুকুমত আছে কি যে ইস্‌লামী আইন প্রবর্তন করিবে না? সেইরূপ, রাষ্ট্র চলে পুলিসের শক্তিতে। যদি প্রত্যেক পুলিস সাচ্চা মুসলমান হয়, যদি প্রত্যেক পুলিস তাহার দেলে ইসলামের জন্য সাচ্চা গাইরত পোষণ করে এবং হুকুমত নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন যে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হইলে সমগ্র পুলিসের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিবে, তবে কোন হুকুমতের সাধ্য নাই যে, ইস্‌লামী আইন প্রবর্তন না করে। সেইরূপ, সামরিক অসামরিক যত বিভাগ আছে, সব বিভাগের কর্মচারী খাঁটি মুসলমান হইলে, তাহাদের সম্মিলিত দাবীর সম্মুখে কোন হুকুমতই তিষ্ঠিতে পারে না। কারণ, হুকুমত জানে যে, তাহাদের বিপক্ষে উহার কোনই শক্তি নাই।

ধরুন, এক ব্যক্তি ও এক উজীর লইয়া পাকিস্তান ছিল। অন্য কথায়, শুধু দুইজন মাত্র। তদবস্থায় পাকিস্তানের উজীর কি তাঁহার এক মাত্র পুত্র বধের সাহস করিতে পারিতেন? এক পুত্রের জন্য যত বাৎসল্য থাকে, উহার সহস্র সহস্র গুণ অধিক প্রীতি ধর্মের জন্য মানুষের থাকে এবং যখন সে জানে তাহার একই মাত্র পুত্র তাহার

নিকট পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান জিনিষ তাহার নিকট চাহিতেছে, তখন এমন কোন মানুষ আছে কি যে উহা তাহার একমাত্র পুত্রকে না দেওয়ার চিন্তা কখনও করিতে পারে? * * * আমাদের সর্ব প্রথম কর্তব্য, নিজের মধ্যে আমরা ইস্‌লাম সৃষ্টির চেষ্টা করি। যদি আমরা আমাদের মধ্যে ইস্‌লাম সৃষ্টির চেষ্টা না করি, তবে শুধু ইস্‌লামের আইন প্রবর্তনের চীৎকার সম্পূর্ণ বৃথা। দৃষ্টান্ত স্থলে, যদি আমরা মনে মনে জানি যে, নামায পড়ায় কোন উপকার নাই, তবে নামায সম্বন্ধে কোন কানুন তৈরী করা হইলেও আমাদের উহাতে কি উপকার হইবে?

প্রকৃত কথা, মুসলমানগণের এক বৃহৎ অংশ নামায পড়ে না। তাহারা নামায অস্বীকার করে বলিয়া পড়ে না, এমন নয়। তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্-তা'লা 'গফুর,' 'রহীম'—তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, নামায না পড়িলেও তিনি ক্ষমা করিবেন। তিনি ত গুণাহ্‌গারদিগকেই ক্ষমা করেন। গুণাহ্‌গার না হইলে, তিনি ক্ষমা কাহাকে করিবেন? এই যুক্তি ভ্রান্ত কি শুদ্ধ, সে সম্বন্ধে তর্ক নয়। যাহা হউক, তাহারা এই ওজরই ভাবিয়া স্থির করিয়াছে। কিন্তু এমন দলও আছে যাহারা মনে করে যে, এই সকল হুকুম প্রাচীন সময়ে শুধু আরবদের ইস্‌লাহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। আরবগণ একেবারে অসভ্য ছিল। তাহারা ভীষণ অপরিষ্কার থাকিত। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা কাপড় ধুইবে, দেহ পরিষ্কার রাখিবে। সেইরূপ, তাহাদের মধ্যে কোন তনজীম ছিল না। তাহারা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত ছিল। ইস্‌লাম তাহাদিগকে আদেশ করিল তাহারা পাঁচ ওয়াক্ত মস্‌জিদে সমবেত হইবে। যদিও বাহ্যতঃ নামাযের আদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাহারা যখন খোদা-তা'লার ভয়ে মস্‌জিদে আসিবে এবং তাহাদিগকে জাতি ও দেশের বিষয় বলা হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ হইবে এবং তাহারা বিশ্ব বিজয়ের চেষ্টা করিবে।

যাহা হউক, মুসলমানগণের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাহারা এই সমস্ত ইবাদত সম্বন্ধে মনে করে যে,

এগুলি Out of Date, 'সেকেলে'। বর্তমান যুগে ইহাদের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি মনে মনে এই প্রকার ইস্‌লামী আহকামের মর্যাদা বা মূল্য স্বীকার করে না, যদি তাহার জন্য নামায পড়িবার আইন তৈরী করা হয় তবে সে অবশ্য লোক দেখানের জন্য নামায পড়িবে, কিন্তু মনে মনে ইহাই বলিতে থাকিবে যে এইরূপ আইন যাহারা প্রণয়ন করিয়াছে, খোদা তাহাদের অবসান করুন। আপনারা "আল্-হাম্‌দু লিল্লাহ্" ("আল্লাহ্‌রই সম্যক প্রশংসা) বলিতে থাকিবেন এবং সে নিজের প্রতি ও এই প্রকার আইন প্রণেতাদের প্রতি অভিশাপ ও 'লানৎ' করিতে থাকিবে। অবশ্য সে নামায পড়িবে, কিন্তু তাহার নামায প্রকৃত নামায হইবে না। কারণ

'আসল নামায
দেলের নামায'

আমি এই প্রকার ব্যক্তির যেমন বিরোধী যে বলে যে নামায ত দেলের নামায, বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও অঙ্গ চালনার প্রয়োজন নাই, তেমনি আমি ঐ ব্যক্তিরও বিরোধী যে শুধু বাহ্যিকভাবে নামায পড়া যথেষ্ট মনে করে এবং আন্তরিক নিষ্ঠা, আবেগ ও প্রেম অস্বীকার করে।

প্রকৃত কথা, নামায বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়ই। উভয় জিনিষই এক যোগে মানুষের কল্যাণ সাধন কর।

সুতরাং, আমাদের সব চেয়ে জরুরী বিষয় হইল আমরা আমাদিগকে মুসলমান তৈরী করিবার চেষ্টা করি। আমরা ইহা করিলে হুকুমতের সহিত সম্পর্কিত ইস্‌লামী আহ্‌কামের প্রতিও দায়িত্বশীল নেতাদের মনোযোগ অমনি আকৃষ্ট করিবে এবং তাঁহারাও ইস্‌লামী আইন প্রবর্তনে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই অনুসঙ্গে আরো কোন কোন বিষয় আছে, যে গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। * * *

সুতরাং, আপনাদের খেদমতে সব কথার পূর্বে যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে আমরা ভাসা ভাসা কথাগুলিতে না পড়িয়া আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে প্রত্যেক মুসলমানই যেন সত্যিকার মুসলমান হয় এবং প্রত্যেক মুসলমান কোরআন করীম অনুযায়ী জীবন যাত্রা শুরু করে ও ইহার আদেশ নিষেধ পালন করে। যদি আমরা মূল বিষয় উহ্য করিয়া যাই, তবে নিশ্চয়ই ইস্‌লামী হুকুমত কায়িম করিতে আমরা কখনও কৃতকার্য হইব না। দৃষ্টান্ত স্থলে, মুসলমানগণের মধ্যে এখন 'সিনেমা' দেখা সাধারণ প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। 'সিনেমা' দেখাকে দোষণীয় মনে

করা হয় না। পক্ষান্তরে, ইস্‌লামী আদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জানিতে পারি যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু 'সিনেমা' সবটাই নর-নারীর অবাধ মিলামিশার ফল। তাহারা এই প্রকারে মিলিত না হইলে, এই প্রকারে মিশ্রণ পূর্বক নাচ না করিলে, ফিল্ম্‌ কি প্রকারে তৈরী হইতে পারে? ফিল্ম্‌ এই প্রকারে তৈরী হয় যে, পুরুষও নাচে, স্ত্রীলোকেরাও নাচে। অন্য কথায়, সিনেমার 'ফিল্ম্‌' তৈরী হইতেই পারে না, যে পর্যন্ত স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিশামিশি না হয়। যদি 'সিনেমার' বিরুদ্ধেই আন্দোলন করা হয়, তবে আমি মনে করি যে ইস্‌লামী আইন লইয়া যাহারা চীৎকার করে —তাহারাই সবার পূর্বে ইহার বিরোধিতা করিবে।

আমি হজে যাওয়ার সময় জাহাজে আমার সঙ্গে তিন জন ব্যারিষ্টার সফর করিতেছিলেন। তাঁহাদের এক জন ছিলেন হিন্দু এবং দুই জন ছিলেন মুসলমান। কিন্তু মুসলমান ব্যারিষ্টারগণও স্বাধীন ভাবাপন্ন, তথা 'আজাদ খেয়াল' ছিলেন। তাঁহারা ইস্‌লাম সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তি উপস্থিত করিতেছিলেন। আমি উত্তর দিতেছিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলেও ছিল। তাহার বয়স ১২ বৎসরের মত ছিল। আমি দেখিলাম, যখনি তাঁহারা ইস্‌লামের উপর কোন ইতেরাজ করিতেন, ছেলেটি কাঁদিয়া বলিত, "আপনারা ইস্‌লামের উপর ইতেরাজ করিতেছেন কেন?" আমি একবার তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, তাঁহাদের চেয়ে এই ছেলেটিই ভাল। তাঁহারা এত বড় হইয়া ইস্‌লামের বিরুদ্ধে আপত্তির পর আপত্তিই উপস্থিত করিতেছেন এবং ইহার অবস্থা এই যে, সে যেই ইস্‌লামের উপর কোন ইতেরাজ শোনে তখনই কাঁদিয়া উঠে। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি ইহার জাহেরী নেকীর দিকে যাইবেন না। আমরা এখনই ইহার ধর্মের প্রকৃত রূপ আপনাকে দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ছেলেটিকে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "এখন তুমি ইংলণ্ড যাইতেছ। তোমার জানা উচিৎ, সেখানে তুমি বলির মাংস পাইবে। হালাল গোশ্‌ত পাইবে না। এ কারণে তোমাকে গোশ্‌ত

খাওয়া ছাড়িতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সে বে-এখতিয়ার বলিল, "আমি ত গোশ্‌ত ছাড়িতে পারি না।" তাঁহারা বলিলেন, "দেখুন, আপনি বলিতেছিলেন যে, তাহার বেশ ধর্ম-বোধ আছে। ধর্ম-বোধ কি এই প্রকারেরই হয় ?"

প্রকৃত কথা, এমন অনেক বিষয় আছে যে ঐ গুলি সম্বন্ধে আইন প্রবর্তন করিলে এবং লোকের দেলে ইস্‌লাম না থাকিলে, আইন দ্বারা কোনই উপকার হইতে পারে না। কিন্তু দেলের ভিতর ইস্‌লাম থাকিলে ইস্‌লামী আইন আপনাপনি প্রবর্তিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, ইস্‌লামকে দেলের ভিতর কায়িম করা আমাদের সর্ব প্রথম গুরু দায়িত্ব। ব্যষ্টি মুসলমান হইলে সমষ্টিও অপরিহার্য্যক্রমে ইসলামী হইবে। কিন্তু ব্যক্তি মুস্‌লমান না হইলে, উহাদের লইয়া সমষ্টিও ইস্‌লামী হইবে না। কাচা ইটে বাড়ী নির্মাণ করিলে, উহা কখনও পাকা বাড়ী হইবে না। কাচা ইট পৃথক থাকিলেও 'কাচা'। উহাদের দ্বারা বাড়ী তৈরী করিলে, তাহাও 'কাচাই' হইবে। ঐ ইটগুলি টুকরা টুকরা করিলেও 'কাচাই' থাকিবে। এরূপ কখনও হইবে না যে, বাড়ী ত কাচা ইটে তৈরী করা হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরী করিবার পর উহা কাঁচা ইটের না হইয়া 'পাকা ইষ্টক বাড়ী হইয়া' পড়িবে। সেইরূপ ব্যক্তি মুসলমান হইলে, উহাদের সমষ্টি নিয়া গঠিত রাষ্ট্রও ইসলামী হইবে। কিন্তু ব্যক্তি মুসলমান না হইলে রাষ্ট্রও ইসলামী হইতে পারে না। যদি কাচা ইটে বাড়ী নির্মাণের পর ইহা সম্ভবপর হয় যে, উহা সম্পূর্ণ তৈরী হইয়া 'পাকা বাড়ী' হইয়া পড়িবে, তবে অবশ্য ইহাও সম্ভবপর যে মুসলমান জনগণ 'অমুসলমান' হইলেও 'হুকুমত ইস্‌লামী' হইবে। যদি কাঁচা ইটের পাকা বাড়ী হয় না, তবে যে জনগণ নিজেই ইস্‌লামের শিক্ষা পালন করিতে প্রস্তুত নয়, তাহাদের নিয়া এক 'ইস্‌লামী রাষ্ট্র' কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ? যাহা হউক, ইট অনুযায়ী বাড়ী হইবে। যেমন ইট, তেমন বাড়ী হইবে।

ইহা ছাড়া আরো একটি বিষয়ের প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা এই যে পৃথিবীতে অবশ্য মতভেদ থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় এমনও আছে যে,

তাহাতে অনৈক্যকে দূরে ফেলিতে হয়। মুরগীকে দেখা যায়, চিল আসা মাত্র সে তাহার ছাগুলিকে পাখার নীচে একত্রিত করে। কুকুর পরস্পর লড়াই করিতে থাকে। কিন্তু কেহ লাঠি হাতে নিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহারা লড়াই ভুলিয়া যায়। যদি পশুপক্ষির মধ্যে এই বুদ্ধি থাকে যে বিপদের সময় তাহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও দ্বন্দ উপেক্ষা করিতে পারে, তবে মানুষের অনেক উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত আলী (রাঃ) এবং মাবিয়ার (রাঃ) মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। রোমান বাদশাহ এই অনৈক্যের সুযোগে মুসলমানগণদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নষ্টাবশিষ্ট শক্তিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহার সেনাপতি বলিলেন, "আপনি আক্রমণ করিলে, ভুল করিবেন। আলী ও মাবিয়া গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত, ইহা সত্য। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে তাহারা নিশ্চয়ই সম্মিলিত হইবে।" সেনাপতি চিড়িয়া-ঘর হইতে ব্যাঘ্র ও দুইটি কুকুর আনাইলেন এবং কুকুর দুইটির সম্মুখে মাংস নিক্ষেপ করিলেন। উহারা লড়াই আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে খাচা হইতে ব্যাঘ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কুকুরগুলি যখন দেখিল ব্যাঘ্র উহাদের উপর আক্রমণ করিতেছে, তখন উহারা উহাদের যুদ্ধ ছাড়িয়া ব্যাঘ্রের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। সেনাপতি বলিলেন, "মুসলমানদের অবস্থা ইহারই অনুরূপ। অবশ্য, তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, তাহারা এক হইয়া যাইবে।" সেনাপতি ছিলেন শত্রু পক্ষের। এজন্য তিনি এই ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে এতটুকু ত প্রকাশ পায় যে, কুকুরদের মধ্যেও এই বিশেষত্ব পাওয়া যায় যে, বিপদের সময় তাহাদের যুদ্ধ ভুলিয়া তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। বস্তুতঃ, সেনাপতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল।

হযরত মাবিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে রোমান বাদশাহ আক্রমণের অভিপ্রায় করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার দূত সহযোগে বাদশাহকে একটি পত্র পাঠাইলেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "কোন সন্দেহ নাই, আলী ও আমার মধ্যে দ্বন্দ চলিতেছে। কিন্তু

আমাদের বিবাদে আপনি ভুল বুঝিবেন না। আপনি এই অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে হযরত আলীর পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে প্রথম যে সেনাপতি বাহির হইবেন, সেই থাকিব আমি।" অন্য কথায়, তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি অমনি তাঁহার বাদশাহতের দাবী পরিত্যাগ করিবেন এবং হযরত আলীর অধীনে রোমান বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। ফলে, রোমান সম্রাট মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

সুতরাং, অনৈক্য নিশ্চয়ই হয়। স্বামী স্ত্রীতে অনৈক্য ঘটে। পিতা পুত্রে অনৈক হয়। কিন্তু এই সকল অনৈক্য এক সীমা পর্যন্ত চলিতে থাকে। এখন পাকিস্তান এমন অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে যে, জাতির ঐক্যে হস্তক্ষেপ হয় আমাদের এই প্রকার যাবতীয় অনৈক্য ভুলিতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে আমাদের মতানৈক্যই এক কথা এবং জাতির ঐক্য হইল সম্পূর্ণ অন্য কথা। এখন আমাদের যাবতীয় মতভেদ ভুলিয়া বিশ্বের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে যে, মুসলমান যে জাতি বা সম্প্রদায়েরই হউক, ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, শ্রমিক হউক বা পুঁজিপতি হউক, সকলেই শত্রুর বিরুদ্ধে এক এবং নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে এক। যদি পাকিস্তানের প্রতি কেহ কুদৃষ্টিপাত করে, তবে আমাদের প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ সকলেই তাহাদের প্রাণ দান করিবে, তবু তাহারা কখনও তাহাদের স্বাধীনতা হারাইতে প্রস্তুত হইবে না। যদি পৃথিবীতে আমরা আমাদের এই সংকল্প প্রকাশ করিয়া দেই, তবে আমার মতে শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, কাহারো পাকিস্তান আক্রমণের আগ্রহ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে। মুসলমানগণের মধ্যে অবশ্য আরো অনেক প্রকার দুর্বলতা পাওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে এখনও মুসলমান প্রাণ দানে ততটা ভয় পায় না, যেমন অন্য কোন কোন জাতি ভয় করিয়া থাকে। সোজা কথা, যদি লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি জনগণ গঠিত জাতি মরিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তবে ঐ জাতিকে কেহ বধ করিতে পারে না। আজই এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আমি কি মনে করি? আমি বলিয়াছি: ইহাতে আমার মনে করার

কোন প্রশ্ন নাই। যদি মুসলমান 'জাতি হিসাবে' এই সিদ্ধান্ত করে যে তাহারা মৃত্যু বরণ করিবে, তবে তাহাদিগকে বধ করে এমন শক্তি কোন জাতিরই নাই। ধর্মীয় দিক দিয়াও ইহা অসম্ভব, পার্থিব দিক দিয়াও ইহা অসম্ভব। সুতরাং, যদি আমাদের মুখে শুধু 'না'রা' বা 'শ্লোগানের' বুলিই ছিল না, আমারা যথার্থই আজাদী চাহিয়াছিলাম এবং আজাদীর মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তবে আজাদীর ক্ষুদ্রতম মূল্য প্রাণ দান। ইহা লোকের ভুল যে, তাহারা মনে করে প্রাণদান ইহা সর্বাপেক্ষা বড় 'কুরবানী'। ইহা সর্বাপেক্ষা ছোট কুরবানী। যদি মুসলমান তাহাদের অনৈক্য দূর করিয়া পাকিস্তানের জন্য প্রাণ দানে প্রস্তুত হয়, তবে আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি এবং আমার এই প্রত্যয় এক দিকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে—আমি ইতিহাস যথেষ্ট পাঠ করিয়াছি—অন্য দিকে, কোরআন এই প্রত্যয়ের ভিত্তি এবং ইহা আমার বিশেষ বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১০০০০ অংশ ভুলেরও আশঙ্কা নাই। যদি মুসলমান প্রকৃতই প্রাণ দানের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে যদিও আমি বলিতে পারি না পাকিস্তান একটি চিরস্থায়ী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, কিন্তু আমি অবশ্যই বলিতে পারি অন্য মহা-শক্তিগুলি যেমন দীর্ঘ স্থায়ী হইয়াছিল পাকিস্তানের জনগণ তাহাদের সন্তান সন্ততির জন্য এক দীর্ঘ স্থায়ী গৌবান্বিত ভবিষ্যৎ স্থাপন করিবে।"

['আল্-ফযল',
৭ই নবেম্বর, ১৯৬২ ইং
হইতে গৃহীত]

'আমালুস্-সালেহা'

—হযরত খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী
(আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা)

'আমালুস্-সালেহা' অর্থ অবস্থানুমোদিত যথোপযুক্ত কর্ম। কোরআন করীম ও অন্য ধর্ম-গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রভেদ এই যে অন্য ধর্ম গ্রন্থ সমূহে সৎ-কর্মের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং সৎ-কর্ম অর্থ খোদা-তা'লার এবাদত ও বান্দা-গণের প্রতি সদাচার, যেমন সাদকা, খয়রাত, দান দক্ষিণা ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি। কোরআন করীমে ইহার পরিবর্তে 'আমালুস্ সালেহা' করিবার আদেশ দেয়। ইহা সৎ-কর্ম অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। কোরআন করীমের মতে কোন কর্মের বাহ্যিক সাধু আকৃতি মানুষকে পবিত্র করিবার জন্য যথেষ্ট নহে, বরং উহা অবস্থানুমোদিত যথোপযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন করীমের মতে খোদা-তা'লার এবাদতের বাহ্যিক আকৃতি পালন যথেষ্ট নহে, যে পর্যন্ত উহা কপটতা ও লোক প্রদর্শন ভাব হইতেও পবিত্র না হয়। নামায 'নেক আমল'—সৎ-কর্ম। কিন্তু যদি ইহার সহিত 'রিয়া' বা লোক দেখানের ভাব মিলিত হয়, তবে উহা বাহ্যিকভাবে খোদ-তা'লার 'এবাদত' বলিয়া দেখাইলেও খোদা-তা'লার গৃহীত নয়। কারণ তাহা 'আমলে সালেহ' নয়। সেইরূপ, দৃষ্টান্ত স্থলে, কেহ জলমগ্ন হইতেছে। সন্তরণ জানে এমন ব্যক্তি তাহার কথা জানিতে পারিয়াও যদি তখন নামায আরম্ভ করে, তবে নামায সৎ-কর্ম হওয়া সত্ত্বেও তখন 'আমলে সালেহ' বা যথোপযুক্ত অবস্থানুমোদিত কর্ম হইবে না। কারণ, তখনকার উপযোগী কর্ম সেই জল-মগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা, নামায পড়া নয়। অথবা দৃষ্টান্তস্থলে, এক ব্যক্তি স্বভাবতঃ দয়া-প্রবণ। সে দেখিতে পাইল যে কেহ অন্য ব্যক্তির প্রতি জুলুম করিতেছে। তখন সে ঐ অত্যাচারী জালিমের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে চাহিলে 'ক্ষমা' সৎ-কর্ম (নেক আলম) হওয়া সত্ত্বেও উহা তখন 'আলমে সালেহ্' হইবে ঐ জালিমের মুকাবিলা করা এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করা। অথবা, দৃষ্টান্ত স্থলে, এক ব্যক্তি জজ পদে সমাসীন। দেশ তাঁহাকে অপরাধীর সাজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছে। এমতাবস্থায়, যদি তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দয়ালুতা বশতঃ কোন চোর বা ডাকাতকে ছাড়িয়া দেন. তবে ক্ষমা

সৎ কর্ম (নেক আমল) হওয়া সত্ত্বেও 'আমলে সালেহ' হইবে না। খোদা-তা'লার হুজুরে গৃহীত হইবে না। কারণ জজের আসন গ্রহণকারীর অবস্থানুমোদিত কর্ম এই যে, তাঁহার উপর যে কর্তব্য ভার অর্পিত হইয়াছে তাহা পূর্ণ করা, যদিও আইনের সীমার মধ্যে তিনি দয়া করিতেও পারেন। অথবা দৃষ্টান্তস্থলে, কোন ব্যক্তির নিকট কেহ তাহার টাকা আমানত রাখিয়াছে এবং সেই আমানতদার ঐ টাকা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। যদিও দরিদ্রের সাহায্য সৎ-কর্ম, তবু তাঁহার এই কাজ 'আমলে সালেহ' নয়। কারণ আমানতদার হিসাবে তাঁহার অবস্থানুমোদিত কর্ম ইহাই ছিল যে, তিনি এই টাকা নিরাপদ রাখিতেন এবং কোন যোগ্য সাহায্য প্রাপকের কথা তিনি জানিতে পারিয়া থাকিলে টাকার মালিককে তাহার প্রতি সদাচারের দিকে মনোযোগী করা। সেইরূপ, দৃষ্টান্তস্থলে, কেহ অন্য কাহাকেও দ্বারবানের কাজে নিযুক্ত করিয়াছে। দ্বারবান জানিতে পারিল যে পৃথিবীতে কোন বিপদ উপস্থিত হইতেছে, যাহার ফলে খোদার সৃষ্টির ক্ষতি হওয়া সম্ভবপর। তখন যদিও সে একটি আমানত রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার কর্তব্য হইবে যে, সেই ব্যাপক ক্ষতি দুর করায় ব্যাপৃত হয়। বস্তুতঃ, 'আমল সালেহ' সৎ-কর্ম অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ-বোধক এবং 'আমল সালেহ' ঐ সৎ-কর্মকে বুঝায় যাহা শুধু বাহ্যিকভাবেই ভাল নয়, আভ্যন্তরীণভাবেও উত্তম, যাহা শুধু আপনিই উত্তম নহে, মোকা অনুযায়ীও উত্তম। 'আমল-সালেহকারী' দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি বিনা বিচারে কাজ বা অন্ধ অনুবর্তিতা করেন না, বরং খোদা-দত্ত আপন বুদ্ধি ব্যবহার পূর্বক ইহাও দেখেন যে, ঘটনার দিক হইতে ঐ কাজ কিরূপে নির্বাহ হওয়া উচিৎ বা তিনি কোন সাধু কর্ম করিতেছেন বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, বরং ইহাও দেখেন যে সব প্রকার সাধু কর্ম যাহা তাঁহার ও অন্যের আধ্যাত্মিক বা জড় উন্নতির জন্য প্রয়োজন তাহাও পালন করিতেছেন কি? কোরআন করীমে এই প্রভেদটি অত্যন্ত সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা বলেন:—

فمن عفا و اصلح فاجره على الله

(شورى ع ٤)

অর্থাৎ, "যাহারা প্রতি অত্যাচার করা হয়, সে উহার প্রতিশোধ ঐ টুকুই গ্রহণ করিতে পারে, যতটুকু তাহার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করা এবং তদনুসঙ্গে সংশোধনের দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রতিদান পাইবে।" এই আয়েতে ক্ষমা সংক্রান্ত সৎ-

কর্মের প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গেই এই শর্ত রাখা হইাছে যে, ক্ষমা শুধু ঐ অবস্থায়ই খোদা-তা'লার হুযুরে পছন্দনীয় হইবে যখন উহার ফলে সংশোধনও ঘটবে, ইহার ব্যতিক্রমে নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে, এক ব্যক্তি কোন ডাকাতের সাক্ষাৎ পাইল, যে তাহার গ্রাম লুণ্ঠন করিতে যাইতেছে। ডাকাত ঐ ব্যক্তির শক্তির ভ্রান্ত অনুমানের ফলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল। তখন এই ডাকাতকে ক্ষমা করা বাহ্যিক ভাবে সৎ-কর্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহার এই জ্ঞান জন্মে যে ডাকাতের মন পরিষ্কার নয়, সে এখন রক্ষা পাইয়া গ্রামের কোন দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার মাল বা প্রাণের ক্ষতি করিবে, তবে এই ডাকাতকে ক্ষমা করায় সংশোধন না হইয়া অশান্তি জন্মিবে বলিয়া ঐ ব্য'ক্ত এই ডাকাতকে ক্ষমা করিলে ক্ষমা করা সত্ত্বেও অবস্থানুমোদিত যথোপযুক্ত কর্ম বা 'আমল সালেহ' করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে না।

রসুল করীমের অনেক হাদিস হইতেও এই প্রভেদের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কোন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি আসিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, "রসুল্লাহ্, সর্বোত্তম কাজ কি?" তিনি বলিলেন :

ايمان بالله و رسوله قيل ثم ماذا

قال جهاد فى سبيل الله -

অর্থাৎ, "রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল : 'সর্বোত্তম কর্ম কি'? তিনি বলিলেন : 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের প্রতি ঈমান'। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল : 'তারপর'? তখন তিনি বলিলেন : 'আল্লাহ্র পথে জেহাদ'।

['বুখারী']

অন্য স্থলে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'রসুলুল্লাহ্, সর্বোত্তম কর্ম কি'? তিনি বলিলেন :

الصلوٰة على ميقاتها

অর্থাৎ, 'যথা সময়ে নামায পড়া'। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসুলুল্লাহ্, তারপর কোন কর্ম?" তখন তিনি বলিলেন :

ثم بر الوالدين

"ইহার পর মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার" আবদুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : 'তারপর উত্তম কর্ম কি'? তিনি বলিলেন :

الجهاد فى سبيل الله

"তারপর, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করা ভাল কাজ।" ['বুখারী'] যাঁহারা শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি সম্বন্ধে পরিচিত নহেন, তাঁহারা ইহাতে অনৈক্য বোধ করিয়াছেন। তাঁহারা এই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, এই অনৈক্য কিরূপে দূর করা যায় এবং প্রকৃতপক্ষে কোন্ কাজ ভাল। কিন্তু আসলে তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম 'নেক আমল' বা সৎ-কর্মের তুলনা করেন নাই। তিনি তুলনা করিয়াছেন 'আমালে সালেহার'। যাহাকে তিনি বলিয়াছেন, যে ঈমানের পর জেহাদ সর্বাপেক্ষা উত্তম কর্ম, মনে হয় জেহাদের বিষয়ে সেই ব্যক্তির শৈথিল্য ছিল এবং এই সাধু কর্মে তাহার চিত্তে সংকোচ হইত। এই প্রকারে তাহার 'তাক্‌ওয়া' অসম্পূর্ণ ছিল। তাহাকে তিনি বলিলেন যে, জেহাদ সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ। ইহা দ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইয়া ছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির অবস্থানুযায়ী জেহাদ সর্বোত্তম কর্ম। কারণ ঐ ব্যক্তি অন্য সব সৎ-কর্ম করিত, কিন্তু জেহাদে শৈথিল্য করিত। পক্ষান্তরে, যখন তিনি বলিয়াছেন যে, "নামায যথাসময়ে পড়া সর্বোত্তম কর্ম, তারপর মাতা-পিতার সেবা, তারপর জেহাদ", তখন মনে হয় মজলিসে এমন কোন কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যাহারা ওয়াক্ত মত নামায আদায় করিত না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করিত। তাহাদের অবস্থা অনুযায়ী এই আদেশ করেন যে, তাহারা যথাসময়ে নামায আদায় করিবে এবং মাতা পিতার সেবা করিবে, যাহাতে তাহাদের পুণ্যে এই সকল ত্রুটি না থাকিয়া যায়।" ['তফসীরে কবীর,' ১ম জিল্‌দ, ২৪৭—২৪৯ পৃঃ]

হযরত মসহ্ মাওউদ (আঃ) আগমনের উদ্দেশ্য *

"আলৌকিক নিদর্শনাবলীও পবিত্র শিক্ষার সহযোগে পৃথিবীতে সত্য বিস্তারের আদেশ আমাকে করা হইয়াছে। আমি যে ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বেহেশ্‌তের সব ভাণ্ডার ও সম্পদের দ্বার-উদঘাটক।"

—হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)

"আজ আমি 'ইৎমামে-হুজ্জত' বা চূড়ান্ত যুক্তি দানের উদ্দেশ্যে এই সংকল্প করিয়াছি যে বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীদিগের আহ্বানার্থে চল্লিশটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিব, যাহাতে কিয়ামতের সময় আমার দিকহইতে একমেবাদ্বিতীয়ম প্রভুর হুজুরে এই দলীল থাকে যে আমি যে বিষয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, তাহা আমি সম্পন্ন কারয়াছি। অতএব, এখন আমি যথোপযুক্ত সম্মান ও বিনয় সহ মুসলমাম ও খৃষ্টান উলামা এবং হিন্দু ও আর্য সমাজের পণ্ডিতগণকে এই ইশ্‌তেহার পাঠাইতেছি এবং জানাইতেছি যে, আমি নৈতিক চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্বলতা সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। আমি এবং হযরত ঈসা আলাই-হেস্-সালাম একই পথের পদাচারী। এই অর্থেই আমি 'মসিহ্ মাওউদ' বা 'প্রতিশ্রুতি মসিহ' বলিয়া অভিহিত হই। কারণ আমাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, শুধু অলৌকিক নিদর্শনাবলী ও পবিত্র শিক্ষার সহযোগে পৃথিবীতে সত্যের বিস্তার সাধন করি। আমি ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ এবং ধর্মের জন্য খোদার বান্দাগণেকে হত্যা করার বিধোরী। আমি এজন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি যতদূর পারি মুসলমানদের হইতে ঐ সমস্ত ভ্রান্তি দূর করি, এবং পবিত্র চরিত্র,

* ১৯০০ সনের ২৩শে জুলাই তারিখের ইশ্‌তেহার হইতে।

গম্ভীর্য, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতার পথের দিকে তাহাদিগকে আহবান করি। আমি সব মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট খুলিয়া বলিতেছি যে, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নাই। আমি মানব জাতিকে স্নেশীলা মা সন্তানকে ভালবাসিবার ন্যায়, বরং তদপেক্ষা অধিক ভালবাসি. আমি কেবলমাত্র ঐ সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী, যদ্বারা সত্যের খুন হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি আমার অবিচ্ছেদ্য কর্তব্য। মিথ্যাবাদিতা, শেরিক, জুলুম, যাবতীয় কুকর্ম, অবিচার ও অসদাচারের প্রতি ঘৃণা আমার নীতির মূল।

আমার সহানুভূতির আবেগ উৎপাদনের মূল কারণ এই যে আমি এক স্বর্ণখনি আবিষ্কার করিয়াছি এবং নানা প্রকার মহামূল্য প্রস্তরখনি সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে এক অত্যুজ্জ্বল অমূল্য হীরক খনি প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা এত মহামুল্যবান যে আমি যদি আমার সব মানুষ ভাইকে ঐ মূল্য বিভাগ করিয়া দেই, তবে প্রত্যেকেই আজিকার সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যপতি অপেক্ষা ধনপতি হইয়া পড়িবে। সেই হীরক কি? সত্য খোদা। তাঁহাকে পাওয়া অর্থ তাঁহাকে চিনা এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃত ঈমান আনা, প্রকৃত প্রেম সহ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন এবং প্রকৃত আশীষ তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া। সুতরাং, এত ধন লাভের পর ইহা ভীষণ জুলুম হইবে, যদি আমি মানুষকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখি, এবং তাহারা ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ করে ও আমি আরাম উপভোগ করি। আমার দ্বারা ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাহাদের দৈন্য ও অনশন দেখিয়া আমার হৃদয় কাবাব হয়। তাহাদের অন্ধকার ও অল্প জীবন সামগ্রী দেখিয়া আমার প্রাণে সহে না। আমি চাই, আসমানের ধন দ্বারা তাহাদের গৃহ পূর্ণ হয় এবং সত্য ও প্রত্যয়ের এত মণিমুক্তা তাহারা লাভ করে, যাহাতে তাহাদের ক্ষমতায় গ্রহণোপযোগী কিছুই বাকী না থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক জিনিষের স্বজাতি প্রেম আছে, যদি স্বার্থপরতা বাধা না জন্মায়। এমন কি, পিপীলিকারাও ইহার বহির্ভূত নয়। অতএব, যে ব্যক্তি খোদা-তা'লার দিকে আহ্বান করেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেম থাকা কর্তব্য। আমি মানুষ জাতির সব চেয়ে অধিক প্রেমিক। অবশ্য, তাহাদের কুকর্ম, সর্ব প্রকার অত্যাচার, অনাচার, পাপ ও বিদ্রোহের শত্রু, কোন ব্যক্তির শত্রু নই। এজন্য যে ভাণ্ডার আমি লাভ করিয়াছি, যাহা বেহেশ্‌তের সব ভাণ্ডার ও সম্পদের দ্বারোদ্‌ঘাটক বলিয়া প্রেমাবেগে সব মানুষের নিকট পেশ করিতেছি। আর একথা যে, আমি যে ভাণ্ডার লাভ করিয়াছি তাহা প্রকৃতই

হীরক, স্বর্ণ ও রোপ্য তুল্য—কোন কৃত্রিম জিনিষ নহে—অতি সহজেই জানা যাইতে পারে এবং তাহা এই যে ঐ সকল স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা এবং মণিমুক্তার উপর সরকারী মুদ্রার নিদর্শন আছে। অর্থাৎ, আমার নিকট স্বর্গের ঐ সমস্ত সাক্ষী আছে, যাহা অন্য কাহারও নিকট নাই। আমাকে জানান হইয়াছে যে, সব ধর্মের মধ্যে ইস্‌লামই সত্য। আমাকে বলা হইয়াছে যে সব 'হেদায়েত' বা পথ প্রদর্শনের মধ্যে কেবল মাত্র কোরআনের হেদায়েতই পূর্ণ মাত্রায় বিশুদ্ধ এবং মানুষের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র। আমাকে বুঝান হইয়াছে যে, রসুলের মধ্যে পূর্ণতম শিক্ষক, উচ্চতম পবিত্র জ্ঞান শিক্ষা-দাতা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণরাশিকে স্বীয় জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক শুধু হযরত সৈয়দানা ও মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। আমাকে খোদা-তা'লার পাক্ ও পবিত্র 'অহি' দ্বারা জানান হইয়াছে যে আমি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহ্‌দী এবং অন্তর ও বহিরের অনৈক্যের মীমাংসক। এই যে আমার নাম 'মসিহ্ ও মাহ্‌দী' রাখা হইয়াছে, এই উভয় নামেই রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তারপর, খোদা তাঁহার অপরোক্ষ বাক্যালাপ দ্বারাও আমার এই নামই রাখিয়াছেন। তারপর যুগের উপস্থিত অবস্থা আমি ইহাই হওয়ার তাকিদ করিতেছে। বস্তুতঃ, আমার নামগুলির এই তিন সাক্ষী। আমার খোদা যিনি আসমান ও জমিনের মালীক, আমি তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং তিনি তাঁহার নিদর্শনমালা দ্বারা আমার সাক্ষ্য দিতেছেন। যদি আস্‌মানী নিদর্শনমালার ব্যাপারে কেহ আমার প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কেহ আমার সমকক্ষতা করিতে পারে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। কোরআনের সুক্ষ্ম তত্ত্ব ও জ্ঞান বর্ণনায় যদি কেহ আমার সমতুল্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি ভবিষ্যতের গোপন বিষয় ও রহস্যাবলী, যাহা খোদার শক্তির পরিচয়রূপে আমার নিকট যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে কেহ আমার সমকক্ষতা করিতে পারে, তবে আমি খোদা-তা'লার নিকট হইতে নই।

এখন কোথায় আছেন ঐ পাদ্রী সাহেবান যাহারা বলিতেন যে, 'নাউযুবিল্লাহ্' (আমরা আল্লাহ্‌র শরণ নেই) হযরত সৈয়দনা ও সৈয়দুল্-ওরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম দ্বারা কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা অন্য কোন অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয় নাই। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে পৃথিবীতে একমাত্র পূর্ণ মানুষ তিনিই হইয়াছিলেন, যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ও দোয়া কবুল হওয়া এবং অন্যান্য অলৌকিক

ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া এমন বিষয় যে, এখন পর্যন্ত উম্মতের সত্যিকার অনুবর্তিগণের দ্বারা সমুদ্রস্থ উর্মিমালার ন্যায় প্রচণ্ড বেগে প্রকাশিত হইতেছে। ইস্‌লাম ছাড়া ঐ ধর্ম কোথায়ও, কোন দিকে, যাহার মধ্যে এই গুণ ও শক্তি আছে? ঐ ব্যক্তিগণ কোথায় ও কোন্ দেশে বাস করেন, যাঁহারা ইস্‌লামী আশীষ ও নিদর্শনমালার মুকাবিলা করিতে পারেন? যদি মানুষ শুধু এইরূপ ধর্মের অনুবর্তি হয় যাহার মধ্যে আসমানী অন্তরাত্মার কোনই যোগ নাই, তবে সে তাহার ঈমান নষ্ট করে। উহাই ধর্ম, যাহা জীবিত ধর্ম, যাহার মধ্যে জীবনের রূহ্ থাকে এবং জীবিত খোদার সহিত মিলিত করে। আমি শুধু এই দাবীই করি না যে, খোদা-তালার পবিত্র 'অহি' সহযোগে গায়েবের বিষয় আমার নিকট প্রকাশিত হয় এবং অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়, বরং ইহাও বলি যে, যে ব্যক্তি দেল্ পবিত্র করিয়া খোদা ও তাঁহার রসুলের প্রতি সত্যিকার প্রেম রাখিয়া আমার অনুবর্তিতা করিবে, সে-ও এই সম্পদ লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, সব বিরুদ্ধবাদীর জন্য এই দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধ না হইয়া থাকিলে, কেহ আসমানী নিদর্শনের ব্যাপারে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কখনও পারিবে না। অতএব, ইহা ইস্‌লামী সত্য ও আমার সত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। * * *

কর্মখালী

এখনি প্রয়োজন

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একজন মুখ্‌লিস, পরিশ্রমী ইন্‌সপেক্টর বয়তুল্ মালের আশু প্রয়োজন নাজারতে বয়তুল্ মালের আছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা থাকা চাই, এর নীচে নয়। মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১০০৲ টাকা; অতঃপর ৫৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১৫০৲ টাকা, তারপর ৬৲ টাকা বৃদ্ধিক্রমে ১৮০৲। এই ছাড়া মহার্ঘ ভাতা মাসিক ৩০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। সেল্‌সেলার খেদমতের আগ্রহশীল মহোদয়গণ তাঁহাদের দরখাস্ত মকামী আমীর বা প্রেসিডেন্টের তস্‌দিক সহ এই নাজারতে প্রেরণ করুন। বাঙলা ভাষায় দক্ষতা অপরিহার্য শর্ত। 'ওয়াস্-সালাম'।

নাজের, বয়তুল্-মাল,
রাব্‌ওয়া, (পশ্চিম পাকিস্তান)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা মতে হযরত ঈসা (আঃ) -এর কাফন

'সানডে টাইমস্ অব সিলোন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ

দুই হাজার বৎসরের পুরাতন যে কাফনের কাপড়ের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইস্ সালামকে ক্রুশ হইতে নামাইয়া আবৃত করা হইয়াছিল, ইতালী দেশের তিউরিন্ (Turin) সহরে অদ্যাবধি রোমান ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বাবধানে অক্ষুণ্ণ আছে। খৃষ্টান ধর্মের অতি প্রাচীন স্মৃতিগুলির মধ্যে ইহাকে একটি অতিশয় পবিত্র স্মৃতিরূপে মান্য করা হয়। তিন বা চারি শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত একটি আশীষ যুক্ত কাপড়রূপে ইহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করা হইতেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাকে খুব গভীরভাবে পরীক্ষার পর জানা গেল যে ইহাতে মানুষের দেহের একটি ছবি আছে। এই ছবি বলিয়া জানিবার পর এই সন্দেহের উদ্ভব হইল যে, ইহা কি সত্যই আসল কাফন? অনেকে ইহাকে কৃত্রিম সিদ্ধান্ত করিয়া মধ্য যুগের কোন চিত্রকরের শিল্প বলিয়া ব্যাখ্যা দিলেন।

তিন শতাব্দী ব্যাপী এই তর্ক চলিতে ছিল যে, ইহা যীশু খ্রীষ্ট (হযরত ঈসা মসিহ্ নাসেরী আলাইহেস্ সালাম)-এর আসল 'কাফন' কি, না? অতঃপর, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্যামেরা দ্বারা ইহার ফটো গ্রহণ করা হইলে প্রথম জানা গেল যে, কাফনের উপর মানব দেহের যে চিত্রটি দেখা যায় উহা 'পজিটিভ ছবি' নয়, উহা 'নেগেটিভ ছবি' (Negative Impression)। অর্থাৎ, ইহা সম্পূর্ণ ঐ প্রকারের ছবির ন্যায় যে প্রকারে ক্যামেরার ফিল্মের উপর কোন জিনিষের ছাপ পড়িয়া 'নেগেটিভ ছাপ' সুরক্ষিত হইয়া পড়ে। একথা জানায় বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইল যে কাফনের এই কাপড় প্রকৃতই সেই কাপড় যদ্দারা হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে আবৃত করা হইয়াছিল। কারণ মধ্য যুগ পর্যন্ত এমন কোন সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে 'নেগেটিভ ছাপ' গ্রহণ করা যাইত। বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অবস্থাধীনে কাফণের ছবিটিকে মধ্য যুগের কোন চিত্রকরের চিত্র-শিল্প বলিয়া ধর যায় না।

অতঃপর, খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে যখন আরো গবেষণা করা হইল, তখন বৈজ্ঞানিকগণ

এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ছবিটি কোন মৃত দেহের নয়, জীবিত দেহের। কাপড়ে 'নেগেটিভ ছাপ' পড়ার কারণ মসিহকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার দেহে নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ও মসলা মর্দন করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে কাফন দ্বারা আবৃত করা হইলে পর তাঁহার দেহের তাপ, ঘাম ও দেহে যে সকল সুগন্ধি ভেষজ দ্রব্য ও মসলা মর্দন করা হইয়াছিল ঐ গুলির সংযুক্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এমন বাষ্পোদ্গম হইয়াছিল যে উহাতে ক্যামেরার ফিল্মের ন্যায় কাফনের কাপড়ে যীশুর দেহের 'নেগেটিভ ছবি' সম্যক সুক্ষ্মাদি সহ উদ্ভুত হইল। এই তথ্য প্রকাশ মাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম জগতে এক মহা হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কারণ গবেষণাটির অর্থ, ক্রুশে খ্রীষ্টের মৃত্যু হওয়ার ধারণটা মিথ্যা! তাঁহাকে ক্রুস হইতে জীবিতাবস্থায় নামান হইয়াছিল। মৃত দেহে ঘাম জন্মিতে পারে না এবং জখম হইতে নিঃসৃত গরম রক্তের দাগ সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়।

এই গবেষণার ফলে, খ্রীষ্টান ধর্ম জগত উভয়-সংকটে পড়িয়াছে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা অস্বীকার করিলে প্রাচীনতম মহাপবিত্র পুণ্য-স্মৃতিকে 'কৃত্রিম' বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়। অথচ দুই হাজার বৎসর যাবৎ ইহাকে খ্রীষ্টের প্রকৃত কাফন স্বীকার পূর্বক পূজার আসন প্রদত্ত হইতেছে। ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া ঘোষণা করা হইলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ক্রিয়া ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া আসিতেছে, ঐ সবকেও নিছক কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইলে—যাহা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই—এই সত্যটিই স্বীকার করিতে হয় যে, খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিবার সম্পূর্ণ বিবরণ একটা গল্প মাত্র এবং প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্ম যে সকল ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কৃত্রিম। যাহা হউক, কাফন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা খ্রীষ্টান ধর্মের উপর এক ভীষণ আঘাত হানিয়াছে এবং উজ্জ্বল দিবাকরের ন্যায় ঐ সত্যকে সকলের চাক্ষের সামনে উপস্থিত করিয়াছে, যাহা আহ্‌মদীয়া মতবাদের প্রবর্তক হযরত আহ্‌মদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ৭৩ বৎসর পূর্বে ঘোষণা করেন। সেই সত্য ইহাই যে, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে ক্রুশ হইতে জীবিতাবস্থায় অবতরণ করা হইয়াছিল। স্বাস্থ্য লাভের পর তিনি ফিলিস্তিন হইতে হিজরত পূর্বক বহু দূর স্থানীয় ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বনি-ইস্রয়ীলের 'হারাণ মেষগুলির' তালাসে কাশ্মীরে পৌঁছেন এবং তাঁহার কার্য সমাপন করিয়া সেখানেই স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করেন ও শ্রীনগর খান ইয়ার মহল্লায় আজিও তাঁহার কবর অক্ষুণ্ণ আছে।

হযরত ঈসা মসিহ্ আলাইহেস্ সালামের

কাফন সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানীদের গবেষণা সম্বন্ধে স্কেণ্ডেনেভিয়ার সংবাদ পত্র Stockholm Tidingen ('ষ্টকহলম টিডিন্‌জেন') -এ ১৯৫৭ সনের ২রা এপ্রিল তারিখে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার অনুবাদ 'আহ্‌মদীয়-তের ইতিহাস (উর্দু) ২য় খণ্ড, ৩৬০—৩৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখন সিংহলের Sunday Times of Cylon ('সান্‌ডে টাইম্‌স অব সিলন', নামক ইংরাজী পত্রিকাতেও ১৯৬২ সনের ২২শে সেপ্টম্বর তারিখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক হইলেন রালক মিডিল্টন (Ralph Middleton) সাহেব নিম্নে আমরা ইহার বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম, যাহাতে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর আরো আলোক সম্পাত হয়।

রলফ মিডিল্টন সাহেব লিখিতেছেন :—

"রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিকট যে অগণিত মূল্যবান 'তবরুক' আছে, তার মধ্যে খ্রীষ্টের পবিত্র কাফনও আছে। ইহা নিঃসন্দিগ্ধক্রমে খ্রীষ্টান ধর্ম জগতে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিতর্কিত 'তবরুক'।

কাপড়টি ১৪ ফুট লম্বা। প্রশস্ত ৩ ফুটের কিছু বেশী। ইহা 'আসল' কি 'নকল', এ বিষয় নিয়া বিতর্ক খৃষ্টানদের মধ্যেও এবং অখৃষ্টানদের মধ্যেও চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে সর্বদা ইহাই বিচার্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে যে, ইহাই কি সেই 'কাফন' (coffin) যাহা ক্যালভেরীর * ক্রুশ হইতে নামাইবার পর খ্রীষ্টের দেহে জড়ান হইয়াছিল? না, ইহা কোন চিত্র-কলাবিদ্‌ তাঁহার কলা বৈশিষ্টের ফল স্বরূপ বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দিয়াছেন।

বহু ব্যক্তি এখন এই আশায় বসিয়া রহিয়াছেন যে, পোপ যোহন (Pope John) -এর উৎসাহে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ হইতে গবেষণার যে নব প্রবাহ চলিলাছে, উহার ফলে ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এই প্রাচীন স্মৃতির আরো গভীর পরীক্ষার পথ সুগম হইবে এবং ঐ সমস্যার মীমাংসায় সাহায্য করিবে, যাহা নিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনেক শতাব্দী যাবত বাদানুবাদ করিয়া আসিয়াছেন। যদিও অতীত সময়ে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া বহু বৈজ্ঞানিক

---

*চারি ইঞ্জিলের মধ্যে লুক লিখিত সুসমাচারে হযরত ঈসাকে যে স্থানে ক্রুশ দেওয়া হয়, উহার নাম Calvary (ক্যালভেরী) বর্ণিত হইয়াছে। বাকী তিন ইঞ্জিলে এই স্থানের নাম Golgotha (গলগথা) বা 'মাথার খুলির স্থান' বর্ণিত হইয়াছে। (মথি, ২৭ : ৩৩ ; মার্ক, ১৫ : ২২ ; লুক, ২৩ : ৩৩ ; যোহন ১৯ : ১৭) ইংরাজী বাইবেলAthorased Version দৃষ্টব্য। —সম্পাদক, 'আহ্‌মদী'।

উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তথাপি কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে ফটোগ্রাফীর অতি আধুনিক, একেবারে নূতন ও চরম উন্নত পন্থা-গুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইলে বিশ্বাবাসী অবশেষে এই সমস্যাটির সুনিশ্চিত সমাধান লাভ করিতে পারেন, যাহা দীর্ঘ কাল ব্যাপী সমস্যা হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু আধুনিক উপায়ে গবেষণার প্রশ্ন যেটুকু, তাহাতে চার্চ উভয়-সংকটে আপতিত হইয়াছে। তাঁহাদের সমস্যা হইল এই পবিত্র স্মৃতি চিহ্নটি জন সমাজের প্রদর্শনার্থে যখন কোন কোন মুহূর্তে বাহির করা হয়, তখন লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান সহস্র সহস্র মাইল সফর করিয়া তিউরিন্‌ উপস্থিত হইয়াছেন। অধিকন্তু বহু অলৌকিক ঘটনাও ইহার সহিত জড়িত আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, বহু খঞ্জ, পঙ্গু ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক বস্ত্র স্পর্শের অনুমতি লাভ করায় আরোগ্য লাভ করে। যদি এই কাপড়টির অধিক পরীক্ষা করিতে এবং ইহাকে নিয়া আরো গবেষণা করিতে দেওয়া হয়, তবে অসংখ্য খ্রীষ্টানের বিশ্বাসহানির সম্ভাবনা আছে। আশ্চর্যের কথা, এই কাফনই যে আদত বস্ত্র যাহাতে করিয়া খ্রীষ্টের দেহ আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল, এই মত যাহারা সমর্থন করেন— তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞানী ও স্বাধীন ভাবাপন্ন ব্যক্তি, অথচ ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি লইয়া তাঁহাদের সন্দেহ সংশয় প্রবাদ স্বরূপ। বিভিন্ন চিন্তা ক্ষেত্রের মনিষী ও মহাপণ্ডিতগণ ইহা 'আদত কাফন' হওয়ার সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই সমন্ধে বিজ্ঞানের দিক হইতে আজ পর্যন্ত কোনই আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

যদিও মনিষীদের খুব অল্প জনই কাফনটি বিরুদ্ধে 'প্রকৃত হওয়ায়' আপত্তি করিয়াছেন, তবু পুরাপুরি বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও পর্যালচনা হইয়া শবারণটি খ্রীষ্টান ধর্ম জগতের জন্য উভয় সংকট ও চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রোপ ক্যাপ্টেন লিউনার্ড চেশাইয়ার ভি, সি (Leonard Cheshire V. C.) ইহা নিয়া বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমগ্র ব্যাপারটির একটি অংশ এমন যে বিজ্ঞানীরা উহার কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কাফনটিতে যে ছবি দেখা যায়, তাহা সতত নিরীক্ষ্যমান সুশ্রী চেহারা হওয়ার কারণে একান্তই চিত্তাকর্ষক। চেহারাটির দীপ্তি ও প্রভার লক্ষণগুলি আমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করিয়াই পারে না। * * * ইহা এমন এক পুরুষের চেহারা, যিনি মরিয়া গিয়া থাকিলেও মৃত নহেন এবং মনে হয় যে, মৃত্যু তাঁহার আজ্ঞাবহ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক জর্মান চিত্রকর এলবার্ট ডিউরর (Albert

Durer) শবাচ্ছদনটিকে পরীক্ষা করিয়া উহাতে একটি বিকৃত দেহের চিহ্ন সকল দেখিতে পাইয়া উহার প্রতিচিত্র গ্রহণ করেন। তখন হইতে এই অত্যাশ্চর্য কাপড় খণ্ডটিকে নিয়া সুদীর্ঘ গবেষণা ও পর্যালোচনা চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ, ঐ সময় হইতে এখন পর্যন্ত যত গবেষণা করা হইয়াছে, তাহা একটি সতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে Sindology (সিণ্ডোলজি) বলা হয়। ইহার 'অর্থ কাফন পরীক্ষা বিজ্ঞান'।

এ পর্যন্ত এ সমন্ধে যে সকল আলোক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বপেক্ষা নাটকীয় বিষয় এক জন ইতালীয়ান ফটোগ্রাফার সেকেণ্ডা পিয়া (Seconda Pia) উদ্ঘাটন করেন। ১৮৯৮ সনে তিনি প্রথম বার কাফেনটির ফটো গ্রহণ করেন। এই ইতালীয়ান প্রফেসারই সর্ব প্রথম জানিতে পারেন যে, কাপড়টিতে যে মানব শরীরের ছবি আছে, উহা একটি 'নেগেটিভ ছবি' (Negative Impression) এবং ১৯০০ বৎসরের মধ্যে প্রথম বার এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে সন্ধান পাওয়া গেল যে, ছবিটিতে এক অতি সুশ্রী চেহারার ছাপ রহিয়াছে এবং এমন ক্ষত চিহ্নগুলিও আছে, যাহা সম্পূর্ণাকারে ক্রুশ ঘটনার সহিত খাপ খায়। এই তত্ত্ব উদ্ঘাটনের ফলে ধর্ম ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কারণ বহু ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত ইহাকে একটি 'কৃত্রিম ও কাল্পনিক' কাফন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, মধ্য যুগের কোন আর্টিষ্ট্ কাপড়টিতে ঐ ছবি অঙ্কন করেন। কিন্তু এই তাজা তথ্য লাভের পর এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও বৃথা হইয়া পড়িল। কারণ সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে প্রতীত হইল যে, মধ্য যুগের চিত্রকরের 'নেগেটিভ ছবি' সংক্রান্ত জ্ঞান কিছুই ছিল না এবং কখনো তাঁহাদের এই যোগ্যতা ছিল না যে চিত্র কলার মধ্যে ক্রুশ ঘটনার এমন আশ্চর্য জনক আলেখ্য উপস্থিত করিতে পারিতেন, যাহা ক্যামেরা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই করা সম্ভবপর নহে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ইহাতেও পাওয়া যায় যে, কাপড়ে দেহেয় সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় অংশেরই এমন চিহ্ন সকল পাওয়া গিয়াছে, যাহা চিত্র-অক্ষরে ক্রুশ আরোপিত দেহ উপিস্থিত করিবার দিক হইতে দেহ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্ভুল।

অতঃপর, ১৯০২ সনে ফরাসী একাডেমীর এক অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণ-তত্ত্ববিদ ইয়াইস ডেলাজ (Yaes Delas) ঐ সকল বিচার সূত্রের উপর আলোকপাত করেন, যদ্বারা তিনি ইতালিয়ান ফটোগ্রাফার পিয়ারের গৃহীত ছবি গুলি ১৮ মাস পর্যন্ত গভীরভাবে পরীক্ষা করিবার পর এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে কাফনটি প্রকৃত কৃত্রিম নহে। তিনি বলিয়াছেন যে,

ক্যামেরার সাহায্যে যে 'নেগেটিভ চিত্র' আবিষ্কৃত হয়, উহাতে খ্রীষ্টের ক্রুশ-কষ্ট ও (তথাকথিত) 'মৃত্যুর' সম্যক বিবরণের পূরাপূরি ও সঠিক রেকর্ড বিদ্যমান। মুখ-মণ্ডলে চপেটাঘাতেরও স্পষ্ট ছাপ আছে। নাসিকা ক্ষতগ্রস্থ। দক্ষিণ গণ্ড ফোলা। ডানা চক্ষুর পলক কতকটা কুঞ্চিত বোধ হয়। এই ছাড়া ললাটেও কোন কোন ছিদ্রের-চিহ্ন আছে এবং মাথার পিছন দিকে কোন কোন ছিদ্রের-চিহ্ন দেখা যায়। এ গুলি কাঁটা পরাইবারই চিহ্ন হইতে পারে। ডান কাঁধে প্রশস্ত ক্ষত চিহ্ন আছে। বাম কাঁধেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জখম আছে। ক্রুশ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এই ক্ষতগুলির কারণ বলিয়া মনে হয়। হাত ও পায়ে এরূপ স্পষ্ট ক্ষত দেখা যায়, যাহা পেরেক বিদ্ধ করিলে হয়। তারপর সমগ্র দেহে অনেক চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান। সব চেয়ে বড় কথা, ডান পার্শ্বদেশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরের মাঝামাঝি একটি বড় রকমের খোলা জখম আছে। ইহা রোমান সিপাহীর বর্শাঘাতের ফলে হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খ্রীষ্ট ক্রুশে থাকা কালে তাঁহার কুক্ষিদেশে সে-ই এই আঘাত করিয়াছিল। ডেলাজ বলেন যে, মধ্য যুগের কোন চিত্রকর ক্রুশের ঘটনার এত বিশদ বিবরণ 'নেগেটিভ চিত্রে' উপস্থাপিত করিতে পারিতেন না।

এই মতেরই সমর্থন করেন প্যারিসস্থ সারবোনে বিশ্ববিদ্যালয়ের (Sarbonne University) এক জন অধ্যাপক পৌল ভিগানন (Paul Viganon)। তিনি একাডেমীতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে নেগিটিভ চিত্র' সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে খ্রীষ্টের দেহ হইতে নিঃসৃত ঘর্ম ও তাঁহার দেহে যে সকল ভেষজ দ্রব্য মালিশ করা হইয়াছিল, ঐগুলির রাসনায়িক প্রতিক্রিয়া। ঘর্ম ও ভেষজ দ্রব্যের রাসনায়িক প্রতিক্রিয়ায় এক বিশেষ প্রকার বাষ্প উদ্গত হইয়াছিল। উহার ফলে, কাপড়ে এই 'নেগিটিভ চিত্রের' সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ছবি কেবল মাত্র বর্তমান যুগের ক্যামেরা দ্বারাই তোলা যায়। বহু সমর্থন সত্ত্বেও ডেলাজের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, যে পর্যন্ত না কম্যাণ্ডার এন্‌রিক (Commander Enric) ১৯৩১ সনে এক দল খ্যাতনামা ফটোগ্রাফারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধীনে অনেক উন্নত সরঞ্জামের সাহায্যে কাফনটির সম্পূর্ণ নূতন ফটো গ্রহণ করেন। ইহার পর পুনরায় 'কাফন সমস্যার' উদ্ভব হইয়াছে।

ডেলাজের মতকে আর্টিষ্ট ও প্রতিমূর্তি প্রস্তুতকারক সকলেই এক বাক্যে সমর্থন করেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, হাতে কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ চেষ্টা সমতলক্ষেত্রে এই প্রকার বিস্তৃত বিবরণ-যুক্ত স্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করিতে পারে না।***ডাক্তারগণও সাক্ষ্য দেন যে, ছবিটিতে হাতের অবস্থা (Position) হইতে

পরিষ্কার জানা যায় যে, ইহা সত্যই এমন দেহস্থ হাত যাহা ক্রুশে টাঙ্গান হইয়াছিল। হাতের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিতরের দিকে ফিরানো। ইহা এমন একটি প্রাকৃতিক ক্রিয়া, যাহা হাতে পেরেক বিদ্ধ করিবার ফলেই মাত্র ঘটিতে পারে। এই ছাড়া আরো অনেক প্রয়োগিক (technical) প্রমাণ রহিয়াছে যদ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, নিশ্চয়ই তিউরিনের পবিত্র কাফন দ্বারা এমন এক দেহ আবৃত করা হইয়াছিল, যাহা ক্রুশে টাঙ্গান হইয়াছিল। ['সান্ ডে টাইম্‌স অব সিলোন', ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সন, ৭ পৃঃ]

রলফ মিডিল্টন উপরের উদ্ধৃত প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞানীদের গবেষণার যে সারমর্ম দিয়াছেন, তাহাতে পৌল ভিগননের এই স্বীকৃতিও উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেহ হইতে নির্গত ঘাম ও যে সব ভেষজ দ্রব্য ঐ দেহে মর্দন করা হইয়াছিল উহাদের রাসনায়িক প্রতিক্রিয়ার ফলে কাপড়ের উপর হুবহু প্রতিচ্ছবি তৈরী হইয়া পড়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা পরিষ্কার এ কথার দলীল যে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালা-সালামকে যখন ক্রুশ হইতে নামান হয়, তখন তিনি জীবিত ছিলেন। নচেৎ, মৃতাবস্থায় তাঁহার দেহ হইতে ঘাম বাহির হইতে পারিত না। অবশ্য, রলফ মিডিল্টন বিজ্ঞানীদের সম্যক গবেষণা বর্ণনা করেন নাই। তিনি এমন কোন কোন বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহা হইতে খ্রীষ্ট ঐ সময়ে জীবিত যাকা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ১৯৫৭ সনের ২রা এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত স্কেণ্ডেনেভিয়ার সংবাদ পত্র 'ষ্টক-হলম টিডিনজেন' (Stockholm Tidingen) হইতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"কাফনের উপর বিদ্যমান 'নেগেটিভ ছবি' হইতে ইহাও জানা যায় যে পেরেক হাতের তালুতে নয়, উহার কঠিন সন্ধি স্থানে মারা হইয়াছিল এবং ইহাও জানা যায় যে, বর্শা ফলক যীশু খ্রীষ্টের হৃৎপিণ্ড কখনও স্পর্শ করে নাই। বাইবেল বলে যে, যীশু প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথার উপর জোর দেন যে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হইয়াছিল না। ইহাও বলা হইত যে, এক ঘণ্টা পর্যন্ত খ্রীষ্ট প্রাণহীন অবস্থায় টাঙ্গান থাকায় রক্ত

বিশুষ্ক হওয়া শেষ হওয়ার ছিল। তদবস্থায়, রক্ত বাহির হইয়া কাপড়ে কখনও লাগিতে পারিত না। কিন্তু রক্ত কাপড়ে চুষিয়া যাওয়া প্রমাণিত করে যে, খীষ্টকে ক্রুশ হইতে যখন অবতরণ করা হইয়াছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন।"

রস্তুতঃ, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের ২০০০ বৎসর পুরাতন 'কাফন' সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করে যে, তিনি ক্রুশে কদাচ মরেন নাই এবং ক্রুশে তাঁহার প্রাণ দান করিবার ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বলা অনাবশ্যক যে, ইহাতে বর্তমান খ্রীষ্টান ধর্মও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

হযরত মসিহে মাউওদ আলাইহেস্ সালাম বলেন :—

"এই এক বিষয় দ্বারাই খ্রীষ্ট ধর্ম প্রাসাদ ধ্বসিয়া পড়ে। কারণ যীশু যখন ক্রুশে মরেন নাই * * * তখন তাঁহার ঈশ্বরত্বের এবং প্রায়শ্চিত্তেরও মূলোৎপাটন হয়।"

['মলফুযাত,' ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ]

'দৈনিক আল্-ফজল', এবং 'আল্-ফুরকান,' 'মিস্‌বাহ', 'আন্‌সারুল্লাহ্, 'খালেদ', এবং 'তশ্‌হীজুল্ আয্‌হান' রাবুওয়ার এই মাসিক পত্রগুলি উর্দু পাঠকগণের রুহানী পরম আনন্দের সামগ্রী।

নাযারাতে বয়তুল্-মালের দুইটি প্রচার পত্র*

(১)

না-দেহেন্দ মেম্বারদের সংশোধনের এক সহজ উপায়

হযরত আমীরুল্-মুমেনীন খলিফাতুল্-মসীহ্ সানী
আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার উপদেশ

"প্রথমতঃ জমাআতের নোমায়েন্দা ও কর্ম-কর্তাগণ হইতে এই আশা করা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা 'না-দেহেন্দ' বা চাদা অনদায়কারী-দিগকে মহব্বতের সহিত চাঁদার আবশ্যকতা বুঝানের চেষ্টা করিবেন। যদি এই বলা হয় যে, তাহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝান হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সংশোধন করিতেছে না, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাগরণ নাই, এমত অবস্থায় কেন আপনারা এই সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন? কেন এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন না যে, তাহারা মারা গিয়াছে এবং মৃত ব্যক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তাহাদের জন্য কেন অপমান বরণ করিয়া যাইতেছেন? মাতা হইতে অধিকতর মহব্বতের দাবীকারিণীকে ডাকুনী বলা হয়। সুতরাং জমাতের জন্য হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) হইতে আপনারা অধিকতর মহব্বতের দাবী করিতে পারেন না। যদি আপনাদের কার্য শুদ্ধ এবং হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এর কার্য অশুদ্ধ বলিয়া ধরা হয়, তবে ইহার এই

---

* প্রচার পত্র দুইটি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। অবশ্য প্রাদেশিক আঞ্জুমন ও মোকামী আঞ্জুমনগুলি সদর হইতে যথা সময়ে সোজাসোজি পাই-য়াছেন, যাহাতে সব চাঁদা আদায় হইয়া যায় প্রত্যেক জমাআতই তৎপ্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। আল্লাহ্র খলিফার তরফ হইতে ভীষণ সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। খোদা-তা'লা প্রত্যেককে সম্মুখে অগ্রসর হও-য়ার, এবং কাহারও পশ্চাদভিমুখী না হওয়ার দিন। আমিন —সঃ আঃ।

অর্থ হইবে যে তিনি ছিলেন কঠোর (আল্লাহ্-তা'লা এইরূপ ধারণা হইতে রক্ষা করুন) এবং আপনারা হইলেন অতিশয় দয়ালু, রহিম ও করিম। আপনারা দশ দশ বৎসর যাবৎ 'না-দেহেন্দগণকে' নিজেদের মধ্যে জড়াইয়া রাখিয়াছেন। আপনারা নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখুন হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) ও আপনাদের মধ্যে কাহাকে দয়ালু ও বদান্য হওয়া মানিয়া লইব? হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এর আদেশকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? না, আপনাদের কার্য প্রণালীকে? হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর বয়আতে শামিল থাকিয়া আপনারা ইহাই বলিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস যে আপনাদিগকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করা হউক, কিন্তু হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে উল্লেখিত ধারণা কখনো সহ্য করিবার নয়, এবং আপনাদের এইরূপ বলাই ঠিক হইবে। সুতরাং আমিও হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-কে সত্য, দয়ালু ও বদান্য এবং আপনাদিগকে ভ্রান্ত ও কঠোর বলিয়া মনে করিতে বাধ্য।

"যাহা হউক ইহা অতিশয় সহজ যাহারা 'না-দেহেন্দ', তাহাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট করুন যে সবিশেষ বুঝাইবার পরও তাহারা সংশোধন করিতেছে না বলিয়া তাহাদিগকে জমাআত হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হউক। আপনারা হয় ত মনে করিবেন যে, এইরূপ করিলে জমাআতের লোকসংখ্যা অর্ধেক বা ⅔ অংশ হইয়া যাইবে! কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন যে জমাতের বাকী অর্ধেক বা ⅓ অংশ আপনাদের সম্মানের কারণ হইবে এবং আপনাদের মর্যাদা খোদাতা'লার নিকট শত সহস্র গুণে বৃদ্ধি লাভ করিবে।

"জমাআতের সংশোধনের জন্য ইহা অতি সহজ উপায়। যদি আপনারা এই অনুযায়ী কার্য করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে জমাআতের মধ্যে যাহারা শিথিল—তাহারা সকলেই বে-ঈমান নহে, তাহারাও ঈমানদার। তাহাদের হৃদয়ে সাময়িক কালিমা পড়িয়াছে। যখনই জমাআত হইতে আলাদা হইয়া পড়িবে, তখনই অন্ততঃ অর্ধেক তৌবা করিয়া ফিরিয়া আসিবে। তখন আপনাদের চাঁদাও বাড়িবে, মর্যাদাও বাড়িবে, আপনাদের কাজের লোকের সংখ্যা বাড়িবে, অধিকতর জাগরণেরও সৃষ্টি হইবে এবং আপনাদের উন্নতির বিভিন্ন রাস্তা বাহির হইয়া পড়িবে।

"যাহা হউক, খোদা-তা'লার নির্দেশ ও

তাঁহার মনোনীত ব্যাক্তির প্রদর্শিত পথ আপনারা রুদ্ধ করিবেন না। যখন খোদা-তা'লা কোন চিকিৎসা প্রণালীর ব্যবস্থা করেন, লোকে তাহা হইতে ফায়দা নিতে চাহে না। ফলে তাহারা অনেক আশীষ হইতে বঞ্চিত থাকে। কাজেই আমার এই নির্দেশ যে, আপনারা কার্য গ্রহণে যত্নবান হউন এবং জমাআতও ইহজগতেই তাহাদের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করিতে যত্নবান হউক।" ['জুমার খুৎবা', তাং ৪-১১-৪৯ইং 'আল্‌ফাযল,' তাং ২৬-৪-৬১ ইং]

"উল্লিখিত বিষয় সংশ্লিষ্ট জমাআতকে উপদেপ দেওয়া হউক যে, এইরূপ 'না-দেহেন্দ'দের বিষয়ে তাহারা যেন নাযারতে উমুরে আম্মার নিকট রিপোর্ট করে, যাহাতে জমাআত হইতে তাহাদিগকে আলাদা করিয়া দেওয়া হয়।"

অধিকন্তু হুজুর বলেন ঃ

"যে পর্যন্ত নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নাজারতে উমুরে আম্মার' মারফত তাহাদিগকে জমাআত হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা জমাতের মেম্বার থাকিবে এবং নাজারতে বায়তুল-মালের দিক হইতে তাহাদের চাঁদা আদায় করিবার জন্য তাগিদ কায়েম থাকিবে।" [রিজোলিউশন নং ১০৯ (ম), তাং ২৬-৩-৩৯ইং]

নোট ঃ—উল্লিখিত খুৎবা নাজারতে বায়তুল্‌-মাল পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। আবশ্যক মত কর্মকর্তাগণ তাহা পত্রযোগে পাইতে পারিবেন।

(দস্তখত) আবদুল হক্‌ রাম্মাহ্‌

নাযের বায়তুল্‌-লাল, রাবুয়া।

(২)

বকেয়া চাঁদা সম্বন্ধে

হযরত আমীরুল্ মুমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্ আইয়্যেদাহুল্লাহুর আদেশ

১। "আমার মতে নির্ধারিত আয়ের উপর যদি আমরা বাজেটের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারি, তবে বড়ই আফসোসের কারণ হইবে। নাজের সাহেব বায়তুল্-মাল এখনই বলিলেন যে, নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে চাঁদা শতকরা কেবল মাত্র ৭৫৲ টাকা আদায় হইবে। এই উক্তি জমাআতের জন্য বিষরূপ। যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য এই ধারণাই পোষণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগ হইতে শত করা মাত্র ৭৫৲ টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে এবং ইহাই আদায় করিয়া দেওয়া তাঁহদের উচিৎ হইবে। নির্ধারিত বাজেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করিবার প্রেরণাই তাঁহাদের মধ্যে হইবে না। বরং শতকরা ২৲ টাকা কম আদায় করিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে বলিয়া ধরা হইবে। তদুপরি আরও ২৫৲ টাকা কম আদায় করিবার খেয়ালও মনে মনে জাগিবে। ইহার সংশোধনের উপায় হইল যদি নির্ধারিত বাজেট উপযুক্ত যুক্তিসহ কমাইবার দরখাস্ত না করা হয় এবং সম্পূর্ণ চাঁদাও আদায় না করা হয়, তবে এইরূপ জমাআতের বকেয়া তাহাদের নামে কর্জ বলিয়া ধার্য করিতে হইবে।

২। "সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, বাজেটের সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করিয়া তাঁহারা আমার প্রতি, সিল্সিলা বা খোদা-তা'লার প্রতি কোন এহ্সান করেন না। যাহারা সিল্সিলার কার্যের জন্য চাঁদা আদায় করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহারা খোদা-তা'লার সহিত একরূপ ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ হয়। যদি তাহারা ইহা পালন না করে, তবে তাহারা দায়ী থাকিবে। যদি ইহকালে তাহারা তাহা আদায় না করে, তবে পরকালে যখন তাহারা খোদা-তা'লার নিকট উপস্থিত হইবে তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, "যাও, জাহান্নামে যাইয়া বকেয়া আদায় করিয়া আস।" এক দিকে তাহাদের তো এই অবস্থা, অন্য

দিকে ইহা বড়ই আফ্‌সোসের বিষয় এই যে নাজারতে বয়তুল্‌-মাল তাহাদিগকে তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে অন্ধকারে রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহারা জাহান্নামে যায়। এই কারণে নাজারতও দায়ী হইবে। যদি মেম্বারদের দায়িত্ব ও খোদা-তা'লার সহিত তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনের আবশ্যকতা বিষয়ে অবগত করা সত্ত্বেও তাহারা তাহা পালন না করে, তবে নাজারতে বয়তুল্‌-মাল এ বিষয়ে দায়ী হইবে না। কিন্তু উল্লিখিত উক্তি অনুযায়ী নাজারতে বয়তুল্‌-মাল শতকরা ২৫৲ টাকা কম আদায় হইবার ফয়সলা করিয়া দিয়াছে। এমত-বস্থায় বাজেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা কিভাবে আদয় হইতে পারে?

প্রকৃত প্রতিকার

"ইহার প্রতিকার কি হইতে পারে? প্রকৃত প্রতিকার এই যে, জমাআতের বাজেট প্রথমেই ইহা সঠিক নির্ধারিত হওয়া উচিৎ যে মেম্বারদের প্রকৃত আয় অনুযায়ী তাহাদের চাঁদা কত? যদি কোন জমাআত এইরূপ নির্ধারিত চাঁদার বাজেট কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ দর্শাইয়া কম না করে এবং কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ চাঁদাও আদায় না করে, তবে বকেয়া চাঁদা তাহাদের নামে কর্জ বলিয়া ধার্য করিতে হইবে এবং তাহা তাহাদের নিকট হইতে অবশ্য আদায় করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে চাঁদা কম আদায় হইবার আশঙ্কা দূর হইবে, বা মুনাফেকগণ জমাত হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। যেহেতু এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, সে জন্য অতীতের কথা ছাড়িয়া এ বৎসর হইতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করুন। যদি কোন জমাআত তাহাদের নির্ধারিত চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় না করে, তবে পরবর্তী সনের বাজেটে এইরূপ বকেয়া সামিল করুন এবং এই বকেয়া তাহাদের নামে কর্য ধার্য করুন এই বকেয়া কর্জ আদায় না করিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ দর্শাইতে হইবে, বা তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতে হইবে। এই পন্থা অনুযায়ী চাঁদা আদায়কারীদের নাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবে, বা তাহারা জমাআত হইতে বিতাড়িত হইবে। যদি কোন জমাআত এই পন্থা অনুযায়ী কার্য না করে এবং ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর তাহাদের নামে বকেয়া চলিতে থাকে, তবে এইরূপ জমাআতকে আমাদের নেজাম হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। আমাদের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। জমাআত এইরূপ চাঁদা আদায়কারীদের বিষয়ে রিপোর্ট করে না কেন?

জমাআতের কর্তব্য

"যে সমস্ত নোমায়েন্দা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত জমাআতকে

জানাইতে চাই যে, উক্ত বিষয়ের সংশোধনের জন্য বার বার বলা হইয়াছে। এখন তাঁহাদের উচিৎ যে এমন কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন, যাহাতে জমাআতে 'না-দেহেন্দ' বা চাঁদা অনাদায়কারী না থাকে, অথবা যে পন্থা অবলম্বন করিতে আমি উপদেশ দিতেছি সে অনুযায়ী কার্য করেন এবং তাহাদের বিষয় কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে রিপোর্ট করেন। তাহারা আত্ম-সংশোধন না করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত শাস্তিগুলির কোন একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। যথা :—

(১) ভবিষ্যতে তাহাদিগকে নোমায়েন্দা নিযুক্ত করা হইবে না, বা

(২) জমাআতের কোন কর্মকর্তা এইরূপ মেম্বারদিগকে করা হইবে না।

(৩) আমার সহিত তাহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হইবে না। তবুও যদি তাহারা সংশোধিত না হয়, তবে এইরূপ মেম্বারগণকে জমাআত হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ তাহারা জমাআতের কর্তব্য ও দায়িত্ব সামলাইতে চেষ্টা করে নাই।" [মজ্‌লিসে শোরা রিপোর্ট, ১৯৩৩ ইং]

●

একটি পুরানা পত্র

'জ্বেন' কি ?

প্রিয় ভ্রাতা

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

আপনি লিখিয়াছেন :—

"خلقنا الانسان من صلصال كالفخار و خلقنا الجان من مارج من النار

يا معشر الجن و الانس - فبای الاء ربكما تكذبان -

এই স্থানে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে جن ('জ্বেন') এবং انس ('ইন্‌স') দুইটি ভিন্ন জাতি। ইহা কি সত্য ?"

১। আপনি কোরআন শরীফ না দেখিয়া এই উদ্ধৃটি লিখিয়াছেন। يا معشر الجن و الانس এই স্থানে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয় নাই। এইটুকু বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহ 'ছুরাহ্ রহমানেয়' ১ম রুকুতে আছে ১৪ ১৫ নং আয়েতে। আর يا معشر الجن و الانس ('হে জ্বেন ও মানুষের দল') এই সম্বোধনটি আছে ঐ সুরাহ্র ২য় রুকু, ৩৩ নং আয়েতে। প্রথমোক্ত দুইটি আয়েত এই ভাবে জোড়া দিয়া কেন লিখিলেন, আপনিই ভাল জানেন।

২। আপনি من ('মিন্') শব্দ এবং ربكما ('রাব্বেকুমা') শব্দের ফলে বিপদে ঠেকিয়াছেন মনে হয়। ربكما ('রাব্বু-কুমা') এই সুরাহ্তে বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে। বিপদের কারণ কি? জোর দেওয়ার জন্য ভাষার রীত্যনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সুরাহ্ আরম্ভ হইয়াছে এইরূপে :—

الرحمن - علم القران - خلق
الانسان - علمه البيان -

"সেই রহমান, যাচ্ঞা ছাড়াই আপন করুণায়-দাতা কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে প্রাঞ্জল বাক্ শিক্ষা দিয়াছেন। কোন জ্বেনের কাথা এখানে নাই। কয়েক আয়েত পরে বলা হইয়াছে :—

والارض وضعها للانام - فيها فاكهة
و النخل ذات الاكمام و الحب
ذو العصف و الريحان -

"এবং আমি পৃথিবীর সব প্রাণীদের উপকার্থে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহাতে আছে ফল ও ছিল্কাওয়ালা খেজুর ছড়া, এবং ডুসি সংযুক্ত দানা এবং সুগন্ধি।"

তারপরই বলা হইয়াছে : "ফা-বে-আইয়ে আলায়ে রাব্বেকুমা তুকাযযেবান?"

"অতঃপর, তোমারা তোমাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তার কোন প্রসাদ অগ্রাহ্য করিবে?" বলুন, এখানে জ্বেনের কথা কোথায়? বিবিধ ফল খেজুর, শস্য ও সুগন্ধির সহিত 'জ্বেনের' সম্বন্ধ কি? এ গুলি ত মানুষের খাদ্য ও ভোগ্য। হাদিস শরীফে 'হাড় ও বয়লার' উপর প্রস্রব করা

নিষেধ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, "এ গুলি তোমাদের ভাই জ্বেনের খাদ্য।"* এই হাদিস্ সকলেই মানে। ফেকাহ্ মতেও এই জন্যই কয়লা ও হাড়ের উপর প্রস্রাব-করা নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ফেকার কেতাবে এই কথা আছে। সুতরাং, এখানে শুধু মানুষকেই সম্বোধন করা হইয়াছে এবং আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ীই বলা হইয়াছে :—

"অতঃপর, তোমরা তোমাদের রাব্বের কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করিবে।" তারপর, ৩১ বার এই সুরাহ্তে এই কথাটি দোহরান হইয়াছে এত বার পুনরাবৃত্তি করিবারই বা কারণ কি? শুধু জোর দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য, এবং ইহাই করা হইয়াছে। অতএব, দ্বিবচনের দরুণ মুস্কিল নাই। রহিল من (মিন্) শব্দ। তবে, শুনুন, সুরাহ্ আম্বিয়ার (২১ সুরাহ্, ১৭ পারা) ৩য় রুকুতে বলা হইয়াছে :—

خلق الانسان من عجل

"তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ত্বরা হইতে।" বলুন, 'ত্বরা' বলিতে কোন জড়বস্তু আছে কি? সমস্ত মোফাস্সেরের ইহার অর্থ বলেন, এবং আপনিও বলিবেন, 'মানুষের প্রকৃতি এই যে সে ত্বরা করে'। এখন আপনার উদ্ধৃত আয়েতের অর্থ করুন। (১) "আগুনে পোড়ানো পাত্রের মাটির ন্যায় ঠন্ঠনে মাটি হইতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন"। (২) "এবং তিনি জেনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুন শিখা হইতে।" অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি এই যে, সে খোদার আহ্বানে ঠন্ঠনে মাটির ন্যায় টন্টন করিয়া সাড়া দেয়। আধ্যাত্মিকভাবে মানুষ যত খানি ঠণ্ঠণে, খোদার আহ্বানে তাহার সাড়াও তেমনি টন্টনে। যেই সে আল্লাহ্র বাণী শোনে, অমনি সে টন্ করিয়া রাজিয়া উঠে। তাহার সব আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশিত হয়। কিন্তু জেনের প্রকৃতি এই যে, সে

---

*হাদিস শরীফে 'জেন' শব্দ সাপ, কাল কুকুর, মাছি, ঘূণ, পিপীলিকা, বীজাণু, বজ্র, কবুতর, বাজ, বাম হাতে খায়, ব্যক্তি গর্দভ, এলো মেলো চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি, কাক, নাক কাটা, কান-কাটা, দুষ্ট দুর্দান্ত ব্যক্তি ও সর্দারদের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রাসাদ ও মসজিদে বিদেশী ব্যক্তিরা কাজ করিত। ইহাদিগকেও জেন বলা হইয়াছে। আরবী অভিধান মতে ليل । جن অর্থ 'রাত্রির আঁধার'। لا مر । لا جن فيه অর্থ 'ইহাতে কোনো গোপন কথা নাই'। انس । جن অর্থ 'বড় লোক'। যে কোন 'লোগাত' (আরবী অভিধান) দ্রষ্টব্য। পূর্বকালে ইয়ুরোপীয়ানদিগকেও 'জেন' মনে করা হইত। অপরিচিত বিদেশী লোকও 'জেন' বলিয়া অভিহিত হয়। অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেও 'জেন' বলা হয়। ইহা একটি ব্যপক অর্থ বোধক শব্দ। বিভিন্ন অর্থে ইহা কোরআন করীমে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আগুনের শিখার ন্যায় উপরের দিকে ধায়। হিংসায় সব বিনাশ করিতে চায়। সে সবই অস্বীকার করে, সবই অগ্রাহ্য করে। খোদার কালামের বাহক হন্ আল্লাহ্র খলিফা—মামুর ও নবী। খোদা বলিয়াছেন ঃ

كنت كنزا مخفيا فخلقت آدم

"আমি ছিলাম গোপন ধন। তারপর আমি আদমকে সৃষ্টি করিলাম।" আদম ছিলেন আল্লাহ্র খলিফা ও নবী। বস্তুতঃ, মানুষ আল্লাহ্র বাণী দ্বারাই তাঁহাকে চিনে এবং তিনি তাহার বাণী দ্বারাই পরিচিত হন। যাহারা মৃণ পাত্রের ন্যায় আল্লাহ্র বাণী রক্ষা করে, তাঁহার বাণী শোনে, তাহাতে কান দেয় এবং মনে প্রাণে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয়—নিজকে তদনুযায়ী গঠিত করে, তাহারা 'ফালাহ্' পায়, মোক্ষ লাভ করে। আর যাহারা উদ্ধত হয় ও অস্বীকার করে, তাহারাই 'আস্-হাবুন্-নার'—'আগুনের জীব', তাহারা তাহাতেই দগ্ধ হয়।

ফেরেশ্তাহ্ আল্লাহ্র বাণী পৌঁছান খলিফার নিকট বায়ু কানে শব্দ পৌঁছানোর মত। ওয়াক্তের নবীই খলিফা এবং কোন কোন খলিফা আল্লাহ্র নবীরই অংশীভূত, নবীর প্রতিরূপ কিন্তু নবী নহেন। শেষোক্ত খেলাফতই 'খেলাফত আলা মিন্হাজুন্ নবুয়ত' নামে অভিহিত। সুতরাং যখন খোদার কোন নবী আসেন, বা নবীর পর কোন 'আলা মিন্হাজে নবুওত'—'নবুওতের পথেই খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যাহারা উদ্ধত হইয়া ঐ খেলাফতকে অস্বীকার করে, তখন তাহারাই ইবলিস্ হইতে শয়তানে পরিণত হয়। এই প্রকার সর্দারই সেই 'জেন' যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ-

كان من الجن ففسق

"সে ছিল জেন, তাই সে অস্বীকার করিল।" তাহার প্রকৃতিতে ছিল আগুন, অবাধ্যতা সে ইহারই বশবর্তিতা করিল। সে মান্য করে নাই। অথচ তাহারও কর্তব্য ছিল, বরং সর্বাপেক্ষা তাহারই অধিক প্রয়োজন ছিল মান্য করা। কিন্তু সে মানে নাই। 'সেজ্দার' এক অর্থ হইল 'মান্য করা'। ফেরেশ্তাহ্দিগকে মান্য করিবার আদেশ দেওয়ার অর্থ হইল ফেরেশ্তাহ্গণ মানব হৃদয়ে খোদার 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ), বা তাহার খলিফাকে মান্য করিবার ভাবোদ্রেক করেন। 'জেন্ ইবলিস' তাহা অগ্রাহ্য করে। সে অগ্নিশিখার ন্যায় উর্ধে উঠিতে চায়। সে নিজকে বড় মনে করে। আল্লাহ্-তা'লা ইহাই বলিয়াছেন এবং ইহাই প্রতিপাদ্য। ইহাতে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হইয়া যায়।

আপনি লিখিয়াছেন, "অন্য জায়গায় আদেশ করেছেন ফেরেশ্‌তাহ্‌গণ সেজ্‌দা করতে। ইবলিস্‌ অস্বীকার করেছে। তাতে ইবলিসের অপরাধ কি ? সে তো ফেরেশ্‌তাহ্‌ নয়। কোরআন বলে, সে ছিল জিন্‌। কাজেই আল্লাহ্‌ ফেরেশ্‌তাহ্‌কে আদেশ করেছেন। তাই তারা সেজদা করেছেন। জেন্‌কে আদেশ করেন নাই। তাই ইব্‌লিস্‌ ছেজ্‌দা করে নাই। তাতে ইবলিসের অপরাধ কেন ?"

উপরে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে আপনার এই প্রশ্নেরও উত্তর হইয়াছে। আপনি অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিগণ যেমন পৃথক পৃথক জাতি হওয়া সত্ত্বেও সকলেই মানুষ, সেইরূপ কোরআনের পরিভাষায় 'জেন ও মানুষ' সতন্ত্র সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও জাতি একই, অর্থাৎ সকলেই মানুষ। শুধু প্রকৃতি পৃথক; বা বাস পদ্ধতি হিসাবে জেন্‌ ও ইন্‌স্‌ দুইটি নাম। জেন্‌ উগ্র, ইন্‌স্‌ নম্র। জেন্‌ 'অবুদিয়তের ছাপ' গ্রহণ করে না, ইন্‌স্‌ করে। 'অবুদিয়তের ছাপ' অর্থাৎ

صبغة ا لله و من ا حسن من ا لله صبغة
"আল্লাহ্‌র রঙ্‌; এবং আল্লাহ্‌র রঙ্‌ হইতে উত্তম আর কি ?" এবং تخلقوا با خلاق ا لله 'আল্লাহ্‌র গুণাবলীর অনুশীলন করা অনুসারে খোদার মামুরের অনুসরণের ফলে 'ইন্‌স্‌' আল্লাহ্‌র রঙে রঙীন হয়। সে আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়। 'জেন্‌' ইহা করে না। সে উদ্ধতা ও অবাধ্যতা এবং কঠিন অস্বীকারের পরিচয় দেয়। 'ইন্‌স্‌' খোদার মামুরের ফরমাবদারী করে। তাঁহার আদেশ পালন করে। সে আল্লাহ্‌র নিকট খোদার মামুরের সংস্পর্শে সম্পূর্ণরূপে প্রণত হয় এবং আল্লাহ্‌র পথে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এবং তাঁহার পথে সবই উৎসর্গ করে। 'জেন্‌' প্রকৃতির মানুষ যে পর্যন্ত অবাধ্যতা করিতে থাকে, সে পর্যন্ত সে কখনো অবুদিয়তের ছাপ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাই প্রতিপাদ্য। চিন্তা করুন।

معشر ('মাশার') যেমন مسكن-مقعد ('মাসকান', 'মাকআদ')। ইহার অর্থ 'জমাত'। বহুবচনে এই শব্দ কোরআন শরীফে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এক বচনে তিন স্থানে ব্যহৃত হইয়াছে। আপনি এক স্থানে ব্যবহৃত আয়েতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিন স্থানেই 'জেন' বা 'জেন ইন্‌স্‌' উভয়কেই সম্বোধন পূর্বক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে 'সুরাহ্‌ আনয়ামের' ১৫ রুকু।' ১২৯ আয়েতে। এখানে বলা হয়াছে ঃ

يا معشر ا لجن قد ا ستكثرتم من
ا لا نس و قا ل ا و ليوء هم من ا لا نس
ربنا ا ستمتع بعضنا ببعض و بلغنا ا جلنا

الذى اجلت لنا ـ قال النار مثوٰكم
خالدين فيها الا ما شاء الله -

"হে জ্বেনের দল, বহু লোককে তোমরা তোমাদের অধীন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে; [বা বহু লোককে তোমাদের পক্ষে আনিয়াছ, বা তোমরা জনগণকে 'বহু' বলিয়া জ্ঞান করিয়াছ (খোদার বিরুদ্ধে) এই অনুবাদও হয়] মানুষের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে, 'প্রভো, আমারা কেহ কাহারো দ্বারা মোনাফা করিয়াছি, কিন্তু আমরা এখন আমাদের জন্য তোমার নির্ধারিত মেয়াদে উপনীত হইয়াছি। তিনি বলিবেন, 'আগুন তোমাদের বাসস্থান, সেখানেই তোমরা থাকিবে, যদি আল্লাহ্ অন্য ইচ্ছা না করেন'।" ইহারই পরের আয়েতে বলা হইয়াছে:—

و كذالك نولى بعض الظالمين
بعضا بما كانوا يكسبون

"এই প্রকারেই আমরা কোন কোন জালিমকে (অন্যায়াচারীকে) কোন কোন অন্যায়াচারীর বিরুদ্ধে চালিত করি, তাহাদের কৃত কর্মের দরুণ।" (আয়েত ১৩০)
তারপরই বলা হইয়াছে:—

يا معشر الجن و الانس الم ياتكم
رسل منكم يقصون عليكم ايتى و ينذرونكم
لقاء يومكم هذا ـ قالوا شهدنا على
انفسنا و غرتهم الحيوة الدنيا و
شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين

"হে জ্বেন ও মানুষের দল, 'তোমাদের নিকট রসুলগণ কি তোমাদের মধ্য হইতেই আসেন নাই, যাঁহারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনরাজি তোমাদের নিকট পাঠ করিতেন এবং যাঁহারা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেন'? তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজ বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছি'। আর পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। আর তাহারা তাহাদের নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা অস্বীকরকারী ছিল।"
('আন্‌আম', আয়েত ১৩১)

এই আয়েতগুলিতে পাইলেন কি? প্রথম আয়েতে বলা হইয়াছে যে, ইন্‌সদের বহু লোকদিগকে জ্বেনগণ বশীভূত করিবে। ইন্‌সেরা বলিবে যে, তাহাদের দ্বারা উহারা মুনাফা করিয়াছে। এই শোষণ মনুষ ছাড়া মানুষকে আর কে করে? এই 'জ্বেন্' মানুষদের একটি শ্রেণী। অন্য জাতীয় জীব বা প্রাণী নহে। 'জ্বেন' বলিতে সধারণ লোকেরা যে কাল্পনিক

আজগুবী জীব মনে করে, এই জ্বেনেরা ত তাহারা নয়। এই আজগুবী ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। উপরে উদ্ধৃত প্রথম আয়েত অনুসারে আমরা বাস্তব জগতে দেখিতে পাই, মানুষদের মধ্যে একদল লোক। অর্থাৎ বড়রা ধনীরা ছোটদের, দরিদ্রদের exploit করে। এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা অন্য শ্রেণীর অন্য মানুষ মুনাফা করে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন জীব এরূপ করার কোন প্রমাণ আছে কি? কোন বিকৃত, বা কাল্পনিক ধারণার বশবর্তিতায় খোদার কালামের অর্থ করিতে হইবে কি? ঐরূপ অর্থ অলীক ছাড়া নহে। উহা জ্ঞান বা যুক্তি সম্মত নহে। যাহা জ্ঞান সম্মত, যাহা পর্যবেক্ষণ ও অবেক্ষণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, যাহার রোজ আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি—তাহা সত্য, না অন্য কোন অবাস্তব অবান্তর কথা সত্য?

পরের আয়েত নেওয়া যাক্। মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় কোন্ মানুষ? বড়রা, শক্তিশালীরাই গরীবদের. দুর্বলদের উপর চাপে। বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা দেখুন। সেই ধনী, বড় ও শক্তিশালীরাই 'জ্বেন্ অন্যায়াচারী'। ইহারাই আগুনের তৈরী, তেজস্বী, উদ্ধত ও অবাধ্য। গরীবেরা ইহাদের দ্বারা চালিত হইয়া অন্যায়ের বশবর্তী হয়। ইহারা উহাদেরই চাপে চলে বা ভোটের জোর ধরে ও উহারা নমস্কার করিয়া সত্যের মূলে কুঠারাঘাত করে। সকল ন্যায় ছাড়ে। সাধুতা অসাধুতার বিচার করা হয় না। এই জ্বেন্ কাল্পনিক নহে, মানুষেরই এক শ্রেণী বা দল।

এখন, 'সুরাহ্ আনআমের' ১৩১ আয়েত, "তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতেই কি রসুলগণ আসিয়াছিলেন না?" আদম (আঃ) হইতে মুহাম্মদ (সাঃ আঃ) পর্যন্ত কোন্ 'রসুল' মানব জাতির বহির্ভূত প্রাণী ছিলেন?

منكم ('মিনকুম'—'তোমাদের মধ্য হইতে') "জ্বেন ও ইনস্' উভয়কেই ত এই আয়েতে বুঝায়। কারণ, "হে জ্বেনও মানুষ সম্প্রদায়" বাক্য দ্বারা প্রথমে সম্বোধন করা হইয়াছে। আয়েতটি পড়ুন। কোন কাল্পনিক জ্বেন (বা ভূত, প্রেত শ্রেণীয়) কোনও রসুলের নাম করুন।

لا حول و لا قوة الا بالله

কোরআন করীমের কোথাও কোন কাল্পনিক জীব, তথা জ্বেন্ রসুলের সন্ধান নাই। সব রসুলগণেরই নাম স্মরণ করুন, যাঁহাদের নাম উল্লেখ আছে। কোন কাল্পনিক জ্বেন্ 'রসুল' হইয়াছে? রসুল সকলেই 'মানুষ' ছিলেন। 'খাতামান্ নাবীয়িনও' আল্লাহ্‌র আবদ্ ও রসুল—'বাশারুম্ মিসলুকুম' ("তোমাদেরই ন্যায় মানুষ"—কোরআন) ছিলেন। তিনি আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন এবং মানুষের নিকটই তিনি আসিয়াছিলেন। এখানে উল্লিখিত মানুষের মধ্যেই শ্রেণী বা দল বিশেষ

ছাড়া মানব জাতির বহির্ভূত কোন প্রাণীই জেন্ নহে। রসুললুল্লাহ (সাঃ আঃ) ত বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন :—

انى رسول الله اليكم جميعا

"আমি তোমাদের সকলেরই নিকট রসুল হইয়া আসিয়াছি।" এখানে "তোমাদের," অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রতি রসুল হওয়ার অর্থ কি? কোন জেনের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? "তোমাদের" বলিতে এখানে সকল মানুষ, সর্বদেশীয়, সর্বজাতীয়, সর্বকালীন মানুষকেই বুঝায়। যে জেন্গুলির প্রতি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ) আসিয়া ছিলেন তাহারা মানুষই ছিল এবং মানুষ ছাড়া অন্য জীব ছিল না। 'সুরা আহ্কাফ' (২৬ পারা, ৪৬ সুরাহ) ৪র্থ রুকু, ৩০-৩৩ আয়েতে বর্ণিত জেনগুলিও মানুষই ছিল। হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃআঃ) এই মানুষ জেন্দেরই প্রতি প্রেরিত হন। অন্য কোন রসুল সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি নাই। কোরআন শরীফে বর্ণিত প্রত্যেক রসুলের বিবরণ পাঠ করুন। 'সুরাহ জেনের' প্রথম ১৬ আয়েত পর্যন্ত যে 'জেনের' কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহারাও মানুষ ছিল। তাহারা 'নসিবাসের ইহুদী' ছিল বলিয়া ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয়। নচেৎ প্রেতাকার কাল্পনিক জেন্ 'মোসলমান' হইয়া থাকিলে তাহারা আজ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে—বদর, ওহদ্, পরিখা যুদ্ধ বা অন্য কোন যুদ্ধে—কোন সাহায্য করে নাই কেন? কোরআন শরীফে ঐ প্রকার কাল্পনিক জীবগুলির জন্য আদেশ দিরা কোন আয়েত বর্ণিত হয় নাই। যত নিয়ম কানুন, আদেশ নিষেধ সব মানুষেরই জন্য। খাদ্যাখাদ্য, বিবাহ, সুদ, রাষ্ট্র, জাকাত, সদকা হজ, নামায, রোযা, তালাক ইত্যাদি কত শত বিধি বিধান। সকলই ত মানব জাতির প্রতিই প্রয়োয্য। একটি আদেশ বা একটি আয়েতও কাল্পনিক আরব্য উপন্যাসের জেন সম্বন্ধে নাই। অতএব আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, মানব জাতির বহির্ভূত অন্য কোন অস্তিত্ব-রূপে কোনও জেন ছিল বা আছে এবং সেই জেনগুলিকে "হে জন ও মানুষ সম্প্রদায়" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

'সুরাহ্ রাহ্মানের' ৩৪ আয়েতে (২য় রুকু) উল্লিখিত "মাশআরাল জেন ওয়াল্ ইনস্" সম্বন্ধে সতন্ত্র বিচার অনাবশ্যক। আপনি নিজেই এখন তাহা পাঠ পূর্বক বুঝিতে পারিবেন। যদি আরো কোনো আপত্তি থাকে জানাইবেন।

অন্যকে বুঝাইতে ত্রুটি থাকিলে তাহাও লিখিবেন। আরো সরল করিতে চেষ্টা করিব। অবোধ্য কিছু লিখা হইয়া থাকিলে বোধগম্য করিবার চেষ্টা করা হইবে।

মন্তব্য

স্মরণ রাখা কর্তব্য, 'জ্বেন' দ্বারা যখন বড় বা শক্তিশালী লোকদিগকে বুঝায়, তখন তাহারা ভাল লোক নহে—দুষ্ট লোক বুঝায়। সদর্থে নয়, কদর্থেই ইহা ব্যাবহৃত হয়। রহিল 'দুষ্ট আত্মা' অর্থেও কোরআন শরীফে জ্বেন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বিবিধ রূপ ধরিয়া আসিরা দেখা দেয়, নানা প্রহেলিকা করে, ফল দেয় ইত্যাদি যেমন জ্বেন সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, তাহা সত্য নহে। দুষ্ট আত্মা অর্থে 'জ্বেন' শয়তান জাতীয়, শয়তানের অনুচর। ইহারা মানুষের মনে বদ খেয়াল উৎপন্ন করে (সুরাহ্ নাস্)। কিন্তু ইহারাও কখনও কোন দুর্বল মেয়ে-লোকের উপর আসিয়া ভর করে না। ইহাদের 'ভর করা' ফেরেশ্তাহ্দের নেক্ প্রেরণা জন্মানের ন্যায় গোনাহ্ লিপ্ত মানুষের মনে ইহারা কুভাব। উৎপন্ন করে এবং ঐ সকল লোক তাহাদের প্রেরণা স্বীকার করিয়া নেয়। নেক্ লোকেরা ইহাদের কোন প্রেরণা গ্রহণ করেন না। তদ্ব্যতীত 'ভর করা' সম্বন্ধে যত গল্প শোনা যায়, তাহা সবই হিষ্টিরিয়া রোগের প্রকোপ মাত্র। ইহার চিকিৎসা বায়োক্যামিক মতে সম্পূর্ণ সফলতার সহিত আমি নিজেও করিয়াছি। আর যে ইট্ পটকেল মারার গুজব শোনা যায়, যথার্থ অনুসন্ধানের ফলে ঐ সকলের অলীকতা বা তাহাতে মানুষের হাত গোপনভাবে বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হইবে।

অবশ্য, 'সুরাহ্ সাবা' (২২ পারা, ৩৪ সুরাহ্) ৫ম রুকু ৪২ আয়েত পূর্বাপর কয়েকটি আয়েত সহ (যতখানি খুশী এবং যে পর্যন্ত প্রবোধ না হয়) পাঠ করুন। দেখিতে পাইবেন সাধারণতঃ জেন্ বলিয়া পরিচিত 'Popular Jinn' কাফেরদের কাল্পনিক উপদেবতা ও উপাস্য। ইহরা কোরআন করীম বর্ণিত 'জ্বেন্' নহে, যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে শুধু এবাদতের জন্যই তাহাদিগকে এবং মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আর কোন জটিলতার মধ্যে আমি যাইতে চাই না। শেষটায় 'জ্বেন্' শব্দ তত্ত্ব লিখিতেছি।

'আল-জিন্নু' (الجن) 'জান্না' (جن) ধাতু হইতে উদ্ভূত। 'জান্না' অর্থ সে মুখাবৃত করিয়াছিল, আত্ম-গোপন করিয়াছিল, লুকাইয়া ছিল, ইহাকে বা তাহাকে ঢাকিয়াছিল বা সুরক্ষিত করিয়াছিল। রূপান্তরে প্রতি স্থানেই ধাতুগত মৌলিক অর্থ অক্ষুন্ন থাকে। বাগানকে 'জান্নাত' (جنة) বলা হয়। কারণ বাগানের বৃক্ষ উহার ভূমিকে ঢাকে বা গোপন করে। মাতৃ গর্ভস্থ সন্তানকে 'জানিন' (جنين)। বলা হয়। কারণ উহা মাতৃ-গর্ভে লুক্কায়িত থাকে। হৃৎ-পিণ্ডকে 'জানান' (جنان) বলা হয়। কারণ ইহা বক্ষ মধ্যে গোপন থাকে। স্ত্রীলোক মাথায় বা বুকে যে বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করে, উহাকে 'জুন্না' (جنة) বলা হয়। কারণ উহা মাথা ও বুক ঢাকিয়া রাখে। ঢালকে 'মাজ্‌না' (مجنة) বলা হয়। কারণ ইহা যোদ্ধাকে ঢাকে এবং সুরক্ষিত করে। উন্মাদ রোগকে 'জুনুন' (جنون) বলা হয়। কারণ ইহা দ্বারা বিচার শক্তি ঢাকা পড়ে। সাপকে 'জান' (جان) বলা হয়। কারণ ইহা গর্ত বা অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া থাকে! সেইরূপ 'জ্বেন' এই নামে অভিহিত হওয়ার কারণ জ্বেন মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ইথার প্রাণী বলিয়া 'জ্বেন' ইথারের ন্যায় অদৃশ্য অস্তিত্ব। এই নয় যে, তাহারা মানুষের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদান করে বা মানুষকে ফল প্রভৃতি দেয়। উহারা শুধু কু-ভাবের উদ্রেক করে, যেমন ফেরেশতাহ্‌গণ সুচিন্তা উদ্রেক করেন। যাহা হউক, মানুষ বা অন্য যে জাতীয় জ্বেনই হউক, লুকান থাকে।

[Lane's 'Arabic Lexicon', 'লিসানুল্‌-আরব' প্রভৃতি আরবী লোগাত দ্রষ্টব্য]

অধিক জানিতে হইলে অন্ততঃ আমাদের ইংরাজী কোরআন করীম (তরজমা ও তফসীর) যথা স্থানে পাঠ করুন। বিস্তৃত আলোচনা আছে। আরো অধিক জানিতে হইলে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (আইঃ) প্রণীত 'তফ্‌সির-ই-কবীর' ৩য় খণ্ড ('সুরাহ্ হিজরের তফসীর) এবং তাঁহার বক্তৃতা 'সায়রে-রুহানী' পাঠ করুন। উভয় কিতাবই উর্দ্দু। আপনার মত আগ্রহশীল জ্ঞান পীপাসু উদীয়মান যুবক কখনো Ist hand information অর্জনে বিরত বা original sources হইতে স্বয়ং গবেষণা পরিচালনা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে

না। আশা করি, আমার এই উক্তি বিফলে যাইবে না এবং আমার এই আগ্রহ ব্যর্থ হইবে না। খোদা করুন, আপনাদের মত যুবকদের জ্ঞান পিপাসা সহস্র সহস্র গুণ বৃদ্ধি লাভ করে এবং বিশ্বকে আপনাদের জ্ঞান মহিমায় মহিমান্বিত এবং আপনাদের জ্ঞানালোকে আলোকিত করে। খোদা আমাদের সকলের সহায় হউন। তিনিই আমাদের উদ্দেশ্য, তিনিই আমাদের লক্ষ্য এবং তিনিই আমাদের আশ্রয় ও পথ-প্রদর্শক হউন। [আমাদের এই পত্রটি প্রাদেশিক আমীর সাহেবের নির্দেশে ১৭-৪-৫৫ইং লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছিল। —সঃ আঃ]

(১)

আমেরিকার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানী মুবাল্লেগের যাত্রা

পূর্ব পাকিস্তানী আহ্‌মদীগণ শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন যে, আল্লাহ্-তা'লার অপার অনুগ্রহে আমাদের ভ্রাতা মুকার্‌রামি আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব উকালতে তবশীর (তহরীক জদীদ)-এর পক্ষ হইতে আমেরিকায় ইস্‌লাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ৬ই এপ্রিল রাবুয়া হইতে রওয়ানা হইয়াছেন। ইহার পূর্বে মর্‌হুম সুফি মুতিয়র রহমান সাহেব বাঙ্গালী আমেরিকার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া সেখানে বিপুল সাফল্যের সহিত উত্তর ও দক্ষিণ উভয় আমেরিকা ব্যাপীই ইস্‌লাম প্রচার করিতে থাকেন। যুক্ত রাষ্ট্রে তিনি ২০টি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং প্রায় সাত হাজার লোক তাঁহার প্রচার ফলে ইস্‌লাম বরণ করেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্য ইসলামের তৃতীয় মুবাল্লেগ। হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব রাযি আল্লাহু আনহু আমেরিকায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম মুবাল্লেগ। এখন আল্লাহ্-তা'লার অসীম অনুগ্রহে আমাদের এই ভ্রাতা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র খলিফার নির্দেশে আমেরিকা প্রেরিত হইয়াছেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত করুন এবং সদা তাঁহার কাজে সহায় ও সারথী হউন। আমীন।

সুফি মুতিউর রহমান সাহেব বাঙ্গলার সর্ব প্রথম ও সর্ব বৃহৎ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহ্‌মদীয়া জমাআত হইতে ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী আমেরিকায় ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্য প্রেরিত এই ভাতাও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহ্‌মদীয়া জমআতেরই। তাঁহার বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিউনিসপলিটির অন্তর্গত রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটস্থ বুনিয়াউট। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। ঢাকা ইউনিভার্সিটি হইতে বি এল, পরীক্ষায় ফাষ্ট ক্লাশ পাইয়া পাশ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে উকালতী আরম্ভ করেন ১৯২৮ কি ১৯২৯ সনে। ঐ সময়েই তিনি আহ্‌মদীয়ত কবুল করেন। দোয়ার কবুলিয়তের তিনি এক জন সাক্ষাৎ নিদর্শন। উকালতী ছাড়িয়া ১৯৩৬ সনে তিনি 'পাক্ষিক আহ্‌মদীর' সম্পাদকতা আরম্ভ করেন, এবং সুযোগ্য সম্পাদকতা করিতে থাকিয়া এবং 'কিস্তিয়ে নূহ', 'ফতেহ-ইস্‌লাম' ও 'পয়গামে সোলেহ' নামক হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালামের তিন খানি কেতাব বঙ্গলায় তরজমা ও প্রকাশের পর তিনি ১৯৪২ সনে কাদিয়ানে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত তালিমুল্‌ ইসলাম হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং আলীগড় হইতে বি-টি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস প্রাপ্ত হইয়া কাজ করিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার সহিত হিজরত করিয়া প্রথম লাহোরে পরে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত তালিমুল ইস্‌লাম হাই স্কুলে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করিতে থাকা অবস্থায় এখন তিনি আমেরিকায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য প্রেরিত হইয়াছেন। রাবওয়া যাওয়ার পর হইতে তিনি ইংরাজী Review of Religions-এ নিয়মিতভাবে লিখিতে থাকেন। যাঁহারা ইসলাম জগতের এই প্রসিদ্ধ ও প্রথম ইংরাজী মাসিকটি পড়েন, তাঁহার ঐ সব লিখার সহিত পরিচিত আছেন।

রাব্‌ওয়া হইতে যাওয়ার পূর্বে তিনি পত্র-যোগে পূর্ব পাকিস্তানের আহ্‌মদী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে 'সালাম' জানাইয়াছেন এবং দোয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"I am leaving for Washington (U. S. A.) for Tabligh under the auspices of Vakalat-ut-Tabshir, on April 6 at 7—40 A.M. by Air from Layallpur, via Karachi, Geneva, Amsterdom or Ney-work. I shall,

Allah-willing, stay for two days at the Hague where my son, Salahuddin is working as a Mubal-ligh. Kindly pray that Allah, through His Fazal, enable me to reach the destination and safe and sound, serve the cause of Islam and Ahmadlyyat to His satisfaction, and return to the Head-quarters safe and sound, being crowned with success, and be a source of glory to my dear native land, Bengal. Amen! Please convey the same request for prayer to all brothers of Bengal through yuur esteemed paper."

অর্থাৎ, তিনি ওয়াশিংটন যাত্রা করিতেছেন করাচী, জেনেভা আমষ্টার্ডম ও নিউইয়র্কের পথে। হেগে তিনি তাঁহার পুত্র সালাহুদ্দীন সাহেবের সহিত দুই দিন অবস্থান করিবেন। (সালাহুদ্দীন সাহেব গত বৎসর হেগে অন্যতম মুবাল্লাগ নিযুক্ত হইয়াছেন)। তিনি দোয়ার জন্য অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষায় আবেদন করিতেছেন :—

"আমি যেন সম্পূর্ণ মঙ্গলমতে গন্তব্যে পৌঁছি ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের খেদমত আল্লাহ্‌-তা'লার সন্তুষ্টির সহিত করিতে পারি এবং কৃতীর সহিত কার্য সম্পাদনের পর জয়মাল্য নিয়া মরকজে ফিরিয়া আসি এবং প্রিয় মাতৃ ভূমি বাঙলার মুখোজ্জ্বল করি।"

আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রত্যেকটি দোয়াই তাঁহার ফযল ও রহমতে কবুল করুন এবং নিজ হইতে অনেক কিছু দিন। পিতা ও পুত্র উভয়কেই জয় মণ্ডিত করুন এবং সদা রুহুল-কুদস দ্বারা সাহায্য করুন। আমীন।

খোদা-তা'লা তাঁহার অসীম অনুগ্রহে দেশবাসীকে কর্তব্য পালনে এবং হযরত মসিহ্‌ মাউদ আলাই-হেস্‌ সালাম সহযোগে ইসলামের বিজয় যাত্রায় পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য করিতে ও তাঁহার অশীষ লাভের তৌফিক দিন এবং দেশে শত শত মুতিউর রহমান ও আবদুর রহমান অনন্ত ব্যাপী পয়দা করুন এবং বিশ্বময় যাবতীয় তিমিররাশির চির অবসান করুন। আমীন।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Wor
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar